3. **Image and Reality** (DPI/2003);

ধারনা

ও

বাস্তবতা

জাতিসংঘ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর

ধারণা
ও
বাস্তবতা

জাতিসংঘ সম্পর্কিত
বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা

ধারণা ও বাস্তবতা

image & reality

(DPI/2003)

প্রকাশক	:	জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ
Bengali translation by	:	UN Information Centre Dhaka, Bangladesh
প্রকাশকাল	:	ডিসেম্বর ১৯৯৯
Published in	:	December 1999 unic/pub/99/07-1000
মুদ্রণে	:	এ এ এ্যাসোসিয়েটস্ ২১ ওয়েষ্ট এণ্ড ষ্ট্রীট, ধানমন্ডি, ঢাকা
Printers	:	A A Asso ciates 21 West End Street, Dhanmondi,
Dhaka		
সম্পাদনা	:	কাজী আলী রেজা
Edited by	:	Kazi Ali Reza

বিষয়সূচি

জাতিসংঘ কি? / ২

জাতিসংঘে কারা কাজ করে? / ১০

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ কি করে? / ১৫

মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ কি করে? / ২১

শান্তি প্রসারে জাতিসংঘ কি করে? / ২৭

জাতিসংঘ কি একটি লাভজনক বিনিয়োগ? / ৩৫

জাতিসংঘের কাজে আমি কিভাবে সহায়তা করতে পারি? / ৪৫

প্রশ্নমালা / ৪৮

১৮৮টি দেশ নিয়ে গঠিত

জাতিসংঘ এক অনন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, জাতিসমূহের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সংগঠনটি জন্মলাভ করে। জাতিসংঘ তার সনদের আদর্শ দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত করে রেখেছে। জাতিসংঘ সনদ এমন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যাতে বিশ্বসম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রগুলোর অধিকার এবং কর্তব্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

১

জাতিসংঘ কি?

জাতিসংঘ কি?

জাতিসংঘভুক্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ-

- জাতিসংঘ (মূল সংগঠন) যার প্রধান ছয়টি শাখা-

  সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং সচিবলায়। আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়া আর সব কয়টি সংস্থার সদর দফতর নিউ ইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দফতরটি নেদারল্যাণ্ডের দি হেগ' এ অবস্থিত।

- জাতিসংঘ কর্মসূচি এবং তহবিলসমূহ, যেমন ঃ- জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর)। জাতিসংঘের এসব কর্মসূচি/তহবিল উন্নয়ন, মানবিক সহযোগিতা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে চলেছে।

জাতিসংঘের অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)	বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা (FAO)	আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (UNESCO)	বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল সংস্থা (IMO)
বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ (World Bank Group)	বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংস্থা (WIPO)
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)
আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)	জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)

আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)
(জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা)

- জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল, আবহাওয়া এগুলোর ন্যায় বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। বিশেষ বিশেষ চুক্তির অধীনে জাতিসংঘের সাথে সম্পৃক্ত এসব বিশেষায়িত সংস্থা জাতিসংঘের সাথে তাদের কার্যাবলীকে সমন্বিত করলেও এগুলো পৃথক এবং স্বায়ত্তশাসিত এক একটি সংস্থা।

জাতিসংঘ, এর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং তহবিল ও বিশেষায়িত সংস্থা এসব নিয়েই হলো 'জাতিসংঘ ব্যবস্থা' বা জাতিসংঘ সিস্টেম।

একগুচ্ছ সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘ নানাভাবে আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক দায়িত্ব পালন করে। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে কোনো বিতর্কিত অঞ্চলে শান্তিরক্ষাকারী বাহিনী প্রেরণ; বিমান চলাচলে নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যোগাযোগ ব্যবস্থার মান নিরূপণ; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য জরুরী ত্রাণ সাহায্য প্রেরণ থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী এইড্‌স্ প্রতিরোধকারী প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন; দেশে দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান থেকে শুরু করে দরিদ্র দেশসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নে লঘু সুদে ঋণ দান প্রভৃতি দায়িত্ব জাতিসংঘকে পালন করতে হয়। চূড়ান্ত বিবেচনায় দেখা যাবে জাতিসংঘের কাজ হলো একটি সুন্দর ও আরও স্থিতিশীল পৃথিবী গড়ে তোলা এবং এর পাশাপাশি আমাদের সকলের জন্য সুযোগ ও সুবিচার সুনিশ্চিত করা।

জাতিসংঘ আমাদের কেন প্রয়োজন?

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, যদি জাতিসংঘ না থাকতো, তাহলে আমাদেরকে একটি জাতিসংঘ আবিষ্কার করতে হতো।

- দ্বন্দ্ব সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত এ বিশ্বে জাতিসংঘ কোনো বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারসমূহের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সলাপরামর্শ করার সুযোগ এনে দেয় এবং দীর্ঘ মেয়াদি সমস্যাবলী মোকাবেলায় বহুজাতিক ফোরাম হিসাবে কাজে থাকে।

- পরিবেশ, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভূমণ্ডলীয় বিষয়ে জাতিসংঘের তৎপরতা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে এবং এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংগঠিত করা এবং তাকে সংহত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোৎকৃষ্ট কৌশল তুলে ধরে।

- জাতিসংঘ এবং এর সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এবং অর্থ-বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। রোগ নির্মূল করা, খাদ্য উৎপাদন এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ এবং এর সংস্থাগুলো সহায়তা করে। তারা শরণার্থীদের নিরাপত্তা দেয়, খাদ্য সাহায্য বিতরণ করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দ্রুত সাড়া দেয়।

- জাতিসংঘ এবং এর সংস্থাগুলো শিশু, শরণার্থী, পঙ্গু, সংখ্যালঘু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং বিকলাঙ্গদের মত বিপন্ন মানবগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান করে।

- জাতিসংঘ এবং এর সংস্থাগুলো বিমান চলাচল নিরাপত্তা বিধান থেকে শুরু করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত কারিগরী ও আইনগত বিধান প্রণয়ন করে।

জাতিসংঘ তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সাতটি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছে।

এ সব লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বের আর কোনো সংগঠন জাতিসংঘের সাথে তুলনাযোগ্য নয় এজন্য যে, বিশ্বের আর কোনো সংগঠনের জাতিসংঘের ন্যায় সর্বজনীনতা এবং বৈধতা নেই।

জাতিসংঘ কি একটি বিশ্ব সরকার?

জাতিসংঘ কোনো বিশ্ব সরকার নয় এবং এরকম কোনো ইচ্ছাও কখনো জাতিসংঘের ছিলনা। স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশসমূহের সংগঠন হিসাবে জাতিসংঘ কেবল সেটুকুই করে, একে যেটুকু করার ক্ষমতা প্রদানে এর সদস্যরাষ্ট্রগুলো সম্মত হয়েছে। জাতিসংঘ হলো চুক্তি সম্পাদনকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দলিল।

জাতিসংঘের কাছে কি সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে হয়?

জাতিসংঘের সদস্যরা হলো সার্বভৌম জাতিসমূহ এবং জাতিসংঘ সনদ হচ্ছে সার্বভৌমত্বের অন্যতম সুরক্ষাকারী, যা কিনা এই সনদের প্রধান একটি আদর্শ। অপরদিকে বিশ্বের সামনে আজ যে সব সমস্যা উপস্থিত সেগুলো এতই জটিল প্রকৃতির যে, কোনো একক দেশের পক্ষে সেগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ হলো সেই ফোরাম যেখানে কোনো অভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্বের দেশগুলো এসে মিলিত হয়। অন্যান্য দেশের সাথে মিলেমিশে কাজ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সার্বভৌমত্ব - এক জোট হয়ে কাজ করলে তাতে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়না।

জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ এমন একটি কর্মকাঠামো গড়ে তোলে, যা আন্তর্জাতিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়। টেলিযোগাযোগ, মাদকদ্রব্য পাচার এবং মাদক ব্যবসা প্রভৃতির ন্যায় জটিল কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহকে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। এ ধরণের অঙ্গীকারে রাষ্ট্রসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংশ্লিষ্ট হবার সিদ্ধান্ত নেয়, তার কারণ তারা মনে করে যে, তাদের সমষ্টিগত স্বার্থেই এসব উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জাতিসংঘের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রবর্গ ব্যাপক মানবাধিকার লজ্ঘনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলারও উপায় অন্বেষণ করতে হয়। এ ধরণের ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপার হলেও তাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্ট হবার বৈধতা রয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীনতা এবং নিরপেক্ষতার কারণে রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার সর্বোচ্চ সুফল ভোগ করার ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং একই সাথে রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

জাতিসংঘ কি বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্রীড়নক?

জাতিসংঘ হলো এর সকল সদস্য রাষ্ট্রের দলিল। সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রধান বিষয়গুলোর উপর আলোচনা এবং ভোটাভুটির মাধ্যমে জাতিসংঘের নীতি নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণ পরিষদে সব দেশের ভোট দানের অধিকার রয়েছে, যার কারণে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ হলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গণতান্ত্রিক। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদেও যুক্তরাষ্ট্রসহ অপর চারটি ভেটো-ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী সদস্য যখন কোনো বিষয়ে একমত হতে না পারে, তখন সেই কর্মসূচি থেকে বিরত থাকে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মতামত বিবেচনায় আনে। তাদের সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে চাপিয়ে দেয় না। একটি দেশ যতো শক্তিশালীই হোক না কেন, সে জাতিসংঘের নীতি একতরফাভাবে চাপিয়ে দিতে পারেনা।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কি করে?

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এমন এক অনন্য-সাধারণ বিশ্বসংস্থা যাতে সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। একে তাই একটি বহুজাতিক পার্লামেন্টের খুব কাছাকাছি একটি সত্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণ পরিষদে– এবং শুধুমাত্র এখানেই বিশ্বের সবচেয়ে প্রকট সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয় এবং সকল দেশ স্বাধীনভাবে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে এবং সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার কর্মপন্থা নিরূপণে ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী-দুর্বল নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি নাগরিকের ভোট দানের অধিকার রয়েছে, তেমনি সাধারণ পরিষদে সকল রাষ্ট্রেরই ভোটদানের অধিকার রয়েছে। আবার সাধারণ পরিষদে সকল রাষ্ট্রের অধিকার এবং সুযোগও যেমন সমান, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও তেমনি সমান।

জাতিসংঘ হচ্ছে এক অনন্য – সাধারণ সংস্থা যা সত্যিকার অর্থেই "জাতিসমূহের সংসদ।"

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটি বিশ্ববাসীর মতামতের একটি সঠিক পরিমাপক। এর সিদ্ধান্ত যদিও সদস্য রাষ্ট্রবর্গের উপর আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক নয়, তথাপি তা' আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নৈতিক অবস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো কি সাধারণ পরিষদকে প্রভাবিত করে?

১৯৬০ সালের আগে কোনো কোনো রাষ্ট্র জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে শিল্প-উন্নত দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য অভিযুক্ত করতো। ১৯৬০ সালের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো জাতিসংঘে যোগ দেবার ফলে

উন্নয়নশীল দেশগুলোর "সংখ্যাগরিষ্ঠতার জুলুম" কায়েম হয়েছে বলে অভিযোগ করতে শুরু করলো। আসলে আলোচ্য বিষয়টি কেমন তার উপরই নির্ভর করে ভোটাভুটির ধরণ কেমন হবে। প্রতিটি প্রশ্নের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে দেশগুলো ভোট প্রদান করে। ফলে পারস্পরিক স্বার্থের প্রশ্নে সমমনা দেশগুলোর ভোটদান প্রবণতা একই রকম হয়। প্রধান প্রধান ভূমণ্ডলীয় বিষয়গুলোতে স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের পর দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিমতের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে এবং ভোটাভুটিতেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৭০ সালে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে কোনো ভোটাভুটি ছাড়াই ৩৫% ভাগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো, যাতে কোনো দেশ বিরোধিতাও করেনি; ভোট দান থেকে বিরতও থাকেনি। ১৯৯৭ সালে এসে দেখা গেছে বিনা বিরোধিতায় প্রস্তাব পাশ হবার এই হার ৩৫% থেকে ৭৭% ভাগে উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘে কি শুধু সরকারগুলোর কথাই শোনা হয়?

জাতিসংঘ হলো রাষ্ট্রসমূহের বিশ্ব সংস্থা। কিন্তু তা' হলেও এর কর্মকাঠামো অন্যান্য পক্ষকেও ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেয়, বিশেষ করে ভূমণ্ডলীয় সমস্যাবলী সমাধানে যদের ভূমিকা দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। জাতিসংঘ কার্যক্রমে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন অবদান রাখছে - এদের মধ্যে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন, পেশাজীবী সংগঠন প্রভৃতি। জাতিসংঘের সাথে এদের সংশ্লিষ্টতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘ মহাসচিব নিয়মিত বেসরকারি খাতের নেতৃবর্গের সাথে সলা-পরামর্শ করে থাকেন এবং ব্যবসায়ী নেতৃবর্গ ও ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন এবং অন্যান্য সমিতির সাথেও জাতিসংঘ তার সহযোগিতা সম্প্রসারিত করেছে।

এনজিও প্রসঙ্গ

জতিসংঘে যে সব পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাদের অন্যতম হলো বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) সমূহ, যেমন এ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ক্যামপেইন টু ব্যান ল্যান্ড-মাইনস, দি ফোরাম অব ডেমোক্রেটিক লিডারস্ ইন এশিয়া এ্যাণ্ড দি প্যাসিফিক প্রভৃতি। স্থানীয়, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠিত যে কোনো স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক নাগরিক গ্রুপ মানেই তা' একটি বেসরকারি সংস্থা (নন-গভর্ণমেন্ট-অর্গানাইজেশন—সংক্ষেপে এনজিও)।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে জাতিসংঘের প্রধান নীতিনির্ধারক সংস্থা—অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রায় ১,৫২০ টির মত এনজিও'র রয়েছে "উপদেষ্টার" পদমর্যাদা। পরিষদের সভায় এসব এনজিও'র প্রতিনিধিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া প্রায় ১,৫৫০টির মত এনজিও জাতিসংঘের পাবলিক ইনফরমেশন বিভাগের সাথে এ্যাক্রেডিটেড। তারা জাতিসংঘের সাথে

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন তথ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জাতিসংঘ সদর দফতরে বহু এনজিও'র সরাসরি প্রতিনিধি রয়েছে। তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠীর সাথে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এনজিও-সমূহ বৃহত্তর আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরে এবং জাতিসংঘ কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘ সম্মেলনে তারা নারী অধিকার থেকে শুরু করে খাদ্য নিরাপত্তা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৯৭ সালে স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ কনভেনশন অনুমোদনে কিংবা গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ দমন উপলক্ষে ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠায় এনজিও'দের ভূমিকাই ছিলো মুখ্য। দরিদ্র দেশগুলোতে দুর্গত মানুষদের সহায়তায় জাতিসংঘের সাথে এনজিওগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

নিরাপত্তা পরিষদ কি করে?

নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের একটি শাখা, যার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধান করা। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক প্রায় অব্যাহতভাবেই চলতে থাকে এবং পৃথিবীর যেখানেই যে সঙ্কট সৃষ্টি হয় নিরাপত্তা পরিষদ তাকে সামাল দিতে চেষ্টা করে। জাতিসংঘ সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পষিদের সিদ্ধান্তসমূহ আইনতঃ বাধ্যতামূলক এবং সদস্য রাষ্ট্রবর্গ সেসব সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫। এদের মধ্যে ১০টি অস্থায়ী সদস্য সকল রাষ্ট্র কর্তৃক দুই বছরের মেয়াদে নিয়মিতভাবে নির্বাচিত হয়। স্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা হলো ৫। ভোটদান পদ্ধতি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে আরও মর্যাদাশালী করে তোলে। স্থায়ী সদস্যরা হলো চীন, ফ্রান্স, রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। এদের কোনো একটি দেশ নেতিবাচক ভোট দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব নাকচ করে দিতে পারে। এমনকি যদি অপর চারটি স্থায়ী এবং সকল অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রও সে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় তাহলেও একটি সদস্য রাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে সে প্রস্তাব অকার্যকর হয়ে যাবে। এই ক্ষমতাকেই বলা হয় "ভেটো" দেওয়ার ক্ষমতা।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার কি জরুরি?

জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার গ্রুপ পরিষদের সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য-কাঠামো জাতিসংঘের সকল সদস্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করতে পারছেনা। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রবর্গ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিষদের দায়িত্ব পালন করার পদ্ধতি পরিবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছে। সাধারণ পরিষদে

এ বিষয়ে যে সব প্রস্তাব এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় সদস্যপদ বৃদ্ধি করা, পরিষদের আসন পরিবর্তন এবং অংশীদারভিত্তিক করে তোলা, 'ভেটো' ক্ষমতা সংশোধন করা এবং পরিষদের কর্মপদ্ধতির মান উন্নয়ন করা।

একটি প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয়েছে– নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা 'ভেটো' ক্ষমতা ছাড়া পাঁচটি নতুন এবং চারটি অস্থায়ী সদস্য সমেত মোট ১৫ থেকে ২৪ সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট করা। (এই নতুন পাঁচটি সদস্যদের মধ্যে তিনটি আসবে উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে এবং দুইটি শিল্পোন্নত বিশ্ব থেকে)। অপর একটি প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয়েছে– জাপান, জার্মানি এবং তিনটি উন্নয়নশীল দেশকে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হোক। এরকম প্রস্তাবও আছে যে, শুধুমাত্র অস্থায়ী সদস্যদেরকে স্থায়ী সদস্য করে নেওয়া হোক, যাদের মধ্য থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদানের নিরিখে নিয়মিতভাবে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। এসব প্রস্তাবের কোনো একটির পক্ষে সার্বিক বা নিরঙ্কুশ সমর্থন না থাকলেও সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামো পরিবর্তনের একটি সর্বগ্রহণযোগ্য উপায় অন্বেষণে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের ভূমিকা কি?

মহাসচিব হলেন জাতিসংঘের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি একাধারে সংস্থার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পৃথিবীর নিকট এই সংস্থার প্রতীক, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপকার। উন্নয়ন থেকে শুরু করে নিরস্ত্রীকরণ কিংবা মানবাধিকার প্রভৃতির ন্যায় প্রধান ভূমণ্ডলীয় ইস্যুগুলিতে তিনি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাসচিবের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি আসতে পারে এ ধরণের সমস্যাবলী নিরাপত্তা পরিষদের গোচরীভূত করা। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘ মহাসচিব মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন কিংবা ঘটনার নেপথ্যে "নীরব কূটনৈতিক তৎপরতা" চালিয়ে যেতে পারেন। মহাসচিবের নিরপেক্ষতা হলো জাতিসংঘ সংস্থার একটি অন্যতম প্রধান সম্পদ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবাদের সূচনা, বিস্তারলাভ এবং জটিল রূপ পরিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্য কিংবা বিবাদের বিস্তার নিরুৎসাহিতকরণের জন্য "নিবারক কূটনৈতিক তৎপরতার" গতিও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মহাসচিব জাতিসংঘের কার্যক্রমকে গতিশীল করে এর পুনর্বিন্যাসের বিভিন্ন প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি সংস্থাকে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের প্রয়োজনে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর সুবিধার্থে সংস্কারমূলক তৎপরতাসমূহকে আরও সুদূরপ্রসারী করে তোলার লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদসহ অপরাপর সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন।

মহাসচিব কিভাবে নিযুক্ত হন?

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মহাসচিব নিযুক্ত হন। ফলে মহাসচিব পদে কোনো মনোনয়ন, নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের কোনো একটি পক্ষের 'ভেটো' দ্বারা বাতিল হয়ে যেতে পারে। জাতিসংঘের প্রথম দু'জন মহাসচিব ছিলেন নরওয়ের ট্রিগভি লাই এবং সুইডেনের দ্যাগ হ্যামারশোলড্। বিগত ৩০ বছরে সদস্যদেশগুলো এই মর্মে অনানুষ্ঠানিকভাবে একমত হয়েছে যে, মহাসচিবের পদটি আঞ্চলিক গ্রুপ অনুযায়ী চক্র আকারে ঘুরতে থাকবে। চক্রটি তাই ঘুরেছে এশিয়া থেকে (বার্মা বা এখনকার মায়ানমারের উ থান্ট্), পশ্চিম ইউরোপে (অস্ট্রিয়ার কুর্ট ওয়ালড্হেইম); ল্যাটিন এ্যামেরিকা থেকে (পেরুর জেভিয়ার পরেজ দ্য কুয়েলার), আফ্রিকা (মিশরের বুট্রোস বুট্রোস–ঘালী, যিনি একটি মেয়াদের জন্য কর্মরত ছিলেন) এবং বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ঘানার কফি আনান। পাঁচ বছর মেয়াদী দায়িত্বের একাধিকবার দায়িত্ব পালনে কোনো বিধানগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও এ পর্যন্ত কোনো মহাসচিব দুই মেয়াদ কালের বেশি দায়িত্ব পালন করেননি।

১
জাতিসংঘে কারা কাজ করে?

জাতিসংঘে কারা কি কাজ করে?

বিভিন্ন কাজে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু মানুষ জাতিসংঘের নিজস্ব সদস্য হিসাবে কর্মরত রয়েছে। অর্থনীতিবিদ, অনুবাদক, পরিসংখ্যানবিদ, সচিব, টিভি প্রযোজক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, ছুতার মিস্ত্রি - বিভিন্ন কর্মদক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবিদের মধ্যে এগুলো মাত্র কয়েকটি।

জাতিসংঘ সচিবালয়ে নিয়মিত বাজেটের অধীনে প্রায় ৮,৭০০ জন এবং বিশেষ বিশেষ কর্ম প্রকল্পের বা তহবিলের অধীনে ১৬০টি দেশ থেকে আগত আরও ৫,৭৪০ জন নিজস্ব কর্মী রয়েছে। তারা নিউ ইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে এবং বিশ্বের বিভিন্ন কর্মস্থানে জাতিসংঘের নিয়মনীতি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। সার্বসাকল্যে জাতিসংঘ ব্যবস্থাধীনে জাতিসংঘের নিজস্ব, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহ এবং বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থায় কর্মরত মোট কর্মী সংখ্যা ৬৪,৭০০ জন।

জাতিসংঘের স্টাফ সদস্যদেরকে কিভাবে মনোনীত করা হয়?

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সংস্থার কর্ম নিয়োগদানের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলো "সর্বোচ্চ যোগ্যতা, দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততা"। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে "ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনাকেও যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিতে হবে", এই মর্মে বিধান রয়েছে। জাতিসংঘ সচিবালয়ে কর্মীদের মধ্যে গোটা জাতিসংঘ সংস্থার সদস্যবর্গের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে। জাতিসংঘ কর্মীবহরে বিচিত্র রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ পটভূমির প্রতিফলন ঘটে এবং এবিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের আস্থা সৃষ্টি হয়। এহেন বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ গোটা বিশ্ব থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে এবং তাদেরকে ভূমণ্ডলীয় ভিত্তিতেই নিয়োগ দান করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবীদের মধ্যে নবীন ও মধ্যম মানের পদসমূহের নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষা নেওয়া হয়।

জাতিসংঘে নিযুক্ত কূটনীতিবিদগণ কি সংস্থার নিজস্ব কর্মীবহরের সদস্য?

না। এসব কূটনীতিবিদ তাদের নিজ নিজ সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাদের সরকারের জন্য কাজ করেন। জাতিসংঘের জন্য নয়। নিউ ইয়র্কে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের "স্থায়ী মিশন" রয়েছে, যেগুলো কার্যতঃ জাতিসংঘে তাদের নিজ দেশের দূতাবাস। এসব মিশনের প্রধানগণ রাষ্ট্রদূত পদমর্যাদার অধিকারী। এঁরাই হলেন নিউইয়র্কে নিযুক্ত কূটনীতিক সমাজের প্রধানতম অংশ। জাতিসংঘে নিযুক্ত কূটনীতিবিদগণ পৃথিবীর সর্বত্র আন্তর্জাতিক আইনে সুবিধাভোগকারী কূটনীতিকদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা এবং অব্যহতি লাভ করেন। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে প্রায় ৩০০০ কূটনীতিবিদ নিউইয়র্কে আগমন করেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে আগত কর্মীরা কি জাতিসংঘ সচিবালয়ে সংখ্যাগুরু?

না। বরং এর বিপরীতে আমরা দেখি সাধারণ পরিষদ উন্নয়নশীল দেশ থেকে বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব আহ্বান করে। ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে এ সংখ্যা আরও বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘে প্রধান প্রধান পেশাভিত্তিক পদসমূহের মাত্র শতকরা ৪৪ ভাগে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিনিধিবর্গ। ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্বের হার হচ্ছে শতকরা ৪৮ ভাগ।

শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব কি সন্তোষজনক?

জাতিসংঘ সবিচালয়ের প্রধান প্রধান পেশাভিত্তিক পদে বিশ্বের দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব বেশি। একটি হলো পশ্চিম ইউরোপ; অপরটি হলো উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জ, যথাক্রমে ২৩% এবং ২০%।

মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কেমন?

১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি নাগাদ জাতিসংঘের মূল পেশাজীবী পদগুলোতে ৩৭ ভাগ ছিলো মহিলা, যা ছিলো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার অনুরূপ। ১৯৯৮ সালে পেশাজীবী পদগুলোর মহিলাদের অংশ ছিলো ২৬ ভাগ। সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন পদগুলোর ১৯.৬% অধিকারী ছিল মহিলারা।

জাতিসংঘ মহিলাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চায়। ২০০০ সাল নাগাদ সকল পদে, বিশেষ করে উচ্চতর পদে মহিলাদের নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৫০% ভাগ। পার্সোনাল এবং পাবলিক ইনফরমেশন বিভাগের ন্যায় জাতিসংঘের কিছু কিছু বিভাগে ইতিমধ্যেই নারী-পুরুষ কর্মীর সংখ্যাসাম্য অর্জিত হয়েছে। মহাসচিব মহোদয় সম্প্রতি শীর্ষ পর্যায়ের পদসমূহে খ্যাতনামা মহিলাদেরকে নিয়োগ করেছেন,

যেমন উপ-মহাসচিব, মানবাধিকার বিষয়ক হাই-কমিশনার এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহা-পরিচালক। আরো কয়েকটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন মহিলারা, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ হাই-কমিশনার, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন জাতিসংঘের শীর্ষ স্থানীয় পদসমূহে অধিক সংখ্যক মহিলা কর্মরত রয়েছেন।

জাতিসংঘের কর্মী সংখ্যা কি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি?

শান্তি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা কিংবা মানবিক ত্রাণ ব্যবস্থাপনার মত ভূমণ্ডলীয় পর্যায়ে মানব কল্যাণের প্রায় সকল শাখায় জাতিসংঘ ব্যবস্থার অধীন বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম (জাতিসংঘ সচিবাবালয়ে ৮,৭০০ জন এবং গোটা জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনায় ৬৪,৭০০ জন)।

জাতিসংঘ কর্মীরা যখন আক্রমণের শিকার..

বিগত কয়েক বছরে জাতিসংঘ কর্মীদের উপর হামলা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংঘাতপূর্ণ এলাকায় কাজ করার সময় জাতিসংঘের বহু নিজস্ব কর্মীকে হত্যা, পণবন্দি, গ্রেফতার অথবা "গায়েব" করা হয়েছে।

১৯৯২ সাল থেকে বিভিন্ন হিংসাত্মক কার্যকলাপের শিকার হয়ে বিশ্বব্যাপী কর্মরত ১৬১জন জাতিসংঘ কর্মী নিহত এবং ১১৭ জন পণবন্দি হয়েছেন। কেবল ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে ২০ জন জাতিসংঘ কর্মী, যাদের ১২জন বেসামরিক এবং ৮ জন সামরিক, নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের ইতিহাসে কর্মরত সামরিক কর্মীদের তুলনায় বেসামরিক কর্মী নিহত হবার মাত্রা এত বেশি এই প্রথম। ১৯৯৭ সালে ৪৪ জন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী এবং ১৭ জন বেসামরিক কর্মীকে হত্যা করা হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ১,৫৮০ জনেরও বেশি সামরিক এবং বেসামরিক জাতিসংঘ কর্মীকে জীবন হারাতে হয়েছে।

এই ধরণের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এই মর্মে সাব্যস্ত করেছে যে, জাতিসংঘ মিশনের কর্মীদের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব স্বাগতিক দেশ কিংবা বিবদমান পক্ষগুলোর উপর বর্তাবে। ১৯৯৪ সালে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত একটি কনভেনশন অনুমোদন করে, যাতে জাতিসংঘ তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহ কর্তৃক জাতিসংঘ কর্মীদের হত্যা এবং অপহরণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে।

সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ হিসাবে জাতিসংঘ তার কর্মী এবং মানবিক ত্রাণকর্মীদের উপর হামলাকে যুদ্ধাপরাধ হিসাবে গণ্য করা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনার ব্যবস্থা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যে কর্মরত সরকারি কর্মচারী সংখ্যার তুলনায়ও জাতিসংঘ ব্যবস্থায় কর্মরত কর্মী সংখ্যা কম। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ৭০,০০০; এমনকি ডিজনিল্যাণ্ড এবং ডিজনি ওয়ার্ল্ড এর কর্মীদের সংখ্যাও সমগ্র জাতিসংঘ ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের চেয়ে বেশি।

জাতিসংঘ কর্মীদের বেতন-ভাতা কি অনেক বেশি?

জাতিসংঘ কর্মীদের যোগ্যতা ও মান উচ্চ রাখার স্বার্থে সদস্যরাষ্ট্রবর্গ এই মর্মে সাব্যস্ত করেছে যে, জাতিসংঘ কর্মীদের বেতন হবে জাতীয় পর্যায়ের সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ বেতন স্কেলের সমতুল্য। কিন্তু তাদের বেতন সিভিল সার্ভিস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীদের তুলনায় অনেক কমে গেছে। এমনকি বহু দেশের বেসরকারি খাতের কর্মীদের বেতনক্রমের সাথেও তা' অসঙ্গতিপূর্ণ।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা-প্রধানগণ এই মর্মে তাদের উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন যে, জাতিসংঘে চাকুরির শর্তাবলী এখন আর প্রতিযোগিতামূলক নয়। ফ্রান্স, জার্মানি বা জাপানের মত দেশ থেকে নিজ দেশের চাকুরি ফেলে জাতিসংঘে যোগ দেবার অর্থই হচ্ছে আরো কম বেতন ও সুযোগ-সুবিধায় কাজ করা। যদিও জাতিসংঘ সংস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে এই সংস্থায় যোগ দিতে চান, তথাপি উচ্চ-বেতনের দেশগুলো থেকে কর্মীদের আকৃষ্ট করতে বা তাদেরকে ধরে রাখতে জাতিসংঘকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জাতিসংঘকে যদি ভাল পেশাজীবীদেরকে আকৃষ্ট করতে হয় তাহলে তাকে চাকুরিদাতা হিসাবে অবশ্যই আরও আকর্ষণীয় হতে হবে।

জাতিসংঘের কর্মীরা কি খুব বেশি সুযোগ-সুবিধা পান?

না। ছুটি-ছাটা, স্বাস্থ্যবীমা, পেনশন প্রভৃতি মিলিয়ে জাতিসংঘ কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা সরকারি এবং বেসরকারি খাতে প্রবাসী কর্মীদের সমান।

জাতিসংঘের নিজস্ব কর্মীরা বিশেষ কোনো আইনগত সুযোগ-সুবিধা বা অব্যাহতি পাননা এবং যে দেশে তারা নিযুক্ত সেই দেশের আইনকানুন অনুযায়ীই তারা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। মহাসচিব এবং অত্যন্ত উচ্চ পদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা ছাড়া (সারা পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা ১২০ জনেরও কম) অন্যান্য জাতিসংঘ কর্মকর্তারা কূটনৈতিক মর্যাদা পাননা। বিভিন্ন দেশের জাতীয় পর্যায়ের সিভিল সার্ভিসে কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বা সুরক্ষা যতটা নিশ্চিত, জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সেটুকুও প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের প্রবাসী কূটনৈতিক সার্ভিসভুক্ত কর্মকর্তারা যে সব সুযোগ–সুবিধা পান জাতিসংঘ কর্মকর্তারা সেটুকুও পাননা।

জাতিসংঘভুক্ত সকল কর্মী "স্টাফ এ্যাসেসমেন্ট" আকারে আয়কর দিয়ে থাকেন, যা তাদের বেতন থেকে ৩০% থেকে ৩৪% হারে কেটে রাখা হয়। এটা এক ধরণের 'ফ্ল্যাট' ট্যাক্স, যা থেকে কেউ কোনো

প্রকার রেয়াত পাননা। উপরন্তু জাতিসংঘ কর্মীদেরকে (কূটনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন মাত্র কয়েকজন কর্মকর্তা ব্যতীত) বিক্রয়, স্থাবর সম্পত্তি এবং অন্যান্য খাতে প্রযোজ্য কর অন্যান্য সকল করদাতার ন্যায় প্রদান করতে হয়।

অনেকে হয়তো মনে করেন যে, জাতিসংঘে চাকুরি মানেই নিউইয়র্কে অবস্থান। ব্যাপারটা সেরকমও নয়। জাতিসংঘের বহু কর্মী-কর্মকর্তাকেই কাজ করতে হয় নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতর থেকে বহুদূরে দারিদ্র্য পীড়িত বা যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ দুর্গম বা বিপদসঙ্কুল জনপদে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ কি করে?

উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘ কি ভূমিকা পালন করে থাকে?

জাতিসংঘ সম্পর্কে এরকম একটা ভুল ধারণা আছে যে, এই সংস্থা প্রধানত শান্তিরক্ষার কাজে সংশ্লিষ্ট। বাস্তবে এ সংস্থার কর্মতৎপরতায় শান্তিরক্ষার কর্মসূচি ৩০% ভাগেরও কম। জাতিসংঘের অধিকাংশ তৎপরতা উন্নয়ন এবং মানবিক সহযোগিতার কাজে নিবেদিত। উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কাজে কর্মরত একমাত্র ভূমন্ডলীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতিসংঘ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোতে বাস্তব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অগণিত মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত।

জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বব্যাপী টীকাদান কর্মসূচীর ফলে ২০০০ সাল নাগাদ পোলিও রোগ নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার কাজে জাতিসংঘের সাফল্য সত্যিই অদ্বিতীয়। ১৩৫টি দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতি বছর আড়াই হাজার কোটি ডলারেরও বেশি তহবিল যুগিয়ে থাকে। এর মধ্যে থাকে ৫শ কোটি ডলারের মঞ্জুরি এবং ২ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি ঋণ। শরণার্থীদের ভরণ-পোষণ, দরিদ্র এবং ক্ষুধার্তদের অন্ন সংস্থান, শিশু মৃত্যুরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, অপরাধ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীদের সমানাধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মত তৎপরতায় জাতিসংঘ নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখেছে।

যে সব দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি অভাবগ্রস্থ, জাতিসংঘের সম্পদ বিশেষ করে তাদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। জাতিসংঘ বহু দেশেরই প্রধানতম কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তার উৎস (যদিও একমাত্র নয়)। দরিদ্র দেশসমূহের কোটি কোটি মানুষে জন্য সহযোগিতার প্রধানতম উৎসই হচ্ছে জাতিসংঘ। একটি সুবিচারপূর্ণ এবং টেকসই

পৃথিবীবিনির্মাণে জনগণের প্রতি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বলেই জাতিসংঘের প্রতীক– নীল পতাকাকে সবাই এত শ্রদ্ধা করে।

জাতিসংঘ এমন কি করে যা' অন্যেরা পারেনা?

একাধিক বৈশিষ্ট্যের কারণে জাতিসংঘ উন্নয়নকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম, যেমনঃ-

- জাতিসংঘের সর্বজনীনতা ঃ যখনই কোনো মৌলিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে সকল দেশের কথা বলার সুযোগ থাকে;
- এর নিরপেক্ষতা ঃ জাতিসংঘ কোনো জাতীয় বা বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেনা এবং নিঃশর্তে দেশসমূহ ও জনগণের প্রতি সহযোগিতার জন্য আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে;
- এর বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি ঃ এর রয়েছে দেশীয় অফিসসমূহের (Country Offices) সর্ববৃহৎ ভূমণ্ডলীয় কর্মকাঠামো– যেখান থেকে উন্নয়ন সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া হয়।
- সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জরুরী প্রয়োজন মোকাবেলায় এর রয়েছে সুবিস্তৃত ম্যাণ্ডেট; সর্বোপরি,
- জাতিসংঘভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি'এর অঙ্গীকার।

পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ কি করছে?

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ পরিবেশ বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে– সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাহাজ থেকে দূষণ শতকরা ৬০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে; উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে সীমান্ত বহির্ভূত দূষণ প্রশমিত হয়েছে; ওজোন স্তর বিধ্বংসী গ্যাস উৎপাদন করা থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থার মধ্যস্থতায় ১৭০টির মত পরিবেশ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের প্রথম পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনের পর থেকে জাতিসংঘ পরিবেশকে গণ্য করে আসছে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক কর্মসূচি হিসাবে।

- "এজেন্ডা-২১", যা' চূড়ান্ত করা হয় ১৯৯২ সালে, পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে (ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন), তাতে পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের একটি ভূমন্ডলীয় নীল নকশা তুলে ধরা হয় এবং এই কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে বহু দেশ তাদের নিজস্ব ও স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৭ সালে গৃহীত এক পর্যালোচনায় দেখা যায়– পানি, বনভূমি, বিশ্বের উত্তপ্ততা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রভৃতির ন্যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

- টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন "টেকসই" উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছে। এ হলো এমন এক কর্ম উদ্যোগ যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়। পরিবেশগত চুক্তিসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কমিশন তা' পর্যালোচনা করে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত সরকার ও প্রধান প্রধান বেসরকারি গ্রুপকে নীতি নির্ধারণীমূলক উপদেশ দিয়ে থাকে। অগ্রগতির মাত্রা নিরূপণকারী তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সরকারসমূহকে সাহায্য করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক বা আদর্শ প্রণয়নে কমিশন কাজ করে চলেছে। ১০০টিরও বেশি দেশ টেকসই উন্নয়ন কমিশন অথবা অনুরূপ সমন্বয়কারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।
- জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) পরিবেশের আরও উত্তম ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নে মধ্যস্থতা- প্রভৃতির মাধ্যমে দেশসমূহকে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।
- জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি সংস্থাগুলো পরিবেশের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি)- এর ভূমণ্ডলীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (Global Environment Monitoring System) মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল দূষণ এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য সম্পদের ন্যায় পরিবেশগত মৌলিক বিষয়াবলীর সূচক পর্যবেক্ষণ করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) পর্যবেক্ষণ করে ভূমণ্ডলীয় মৎস্য সম্পদের মওজুদ এবং সীমাবহির্ভূত মাত্রায় মৎস্য আহরণের বিপদ সম্পর্কে সরকারগুলোকে সাবধান করে। ১৩০টি দেশ থেকে নেওয়া প্রায় ২০০০ বিজ্ঞানীকে নিয়ে গঠিত আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের

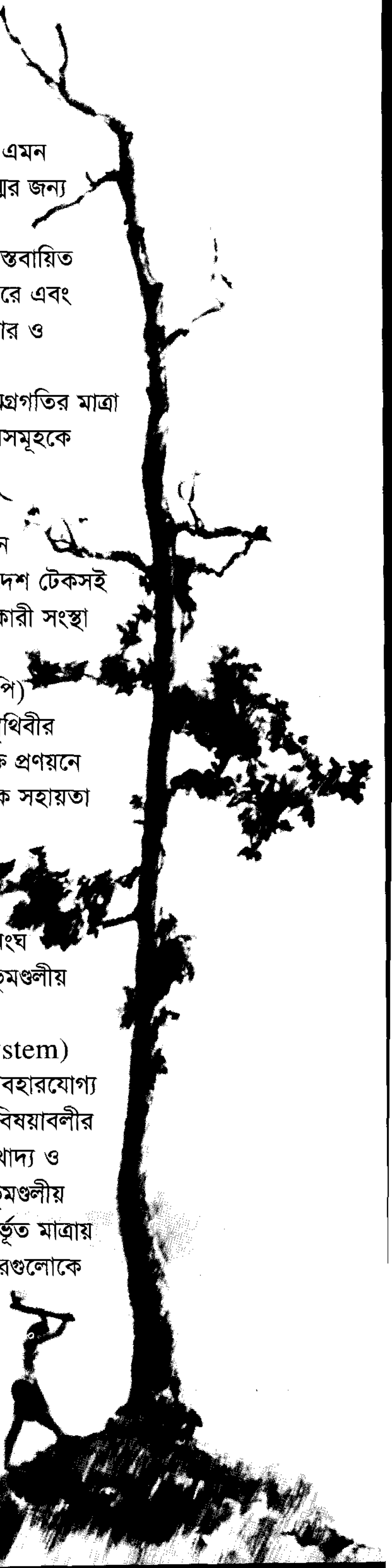

(Intergovernmental Panel on Climate Change) কাজ হচ্ছে বিশ্বের পরিবর্তনশীল আবহাওয়া এবং বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বর্ধনজনিত প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে নজর রাখা। ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত হুমকির পূর্বাভাস জাতিসংঘই সবার আগে দিয়েছে।

- জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)'এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ২শ' কোটি ডলারের পরিবেশ তহবিল (Global Environment Facility) উন্নয়নশীল দেশসমূহের পরিবেশ সম্পর্কিত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বহুপাক্ষিক ঋণের সর্ববৃহৎ উৎস্য।

জাতিসংঘ কিভাবে 'এইড্স্' ব্যাধি প্রতিরোধ করছে?

বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে মরণ ব্যাধি এইড্স্ (Acquired Immunodeficiency Syndrome) বিশ্বের ৩ কোটিরও বেশি মানুষ হয় 'এইড্স্' আক্রান্ত নয়তো এইডস'এর উৎস এইচ. আই. ভি. ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত। এই মরণ ব্যাধি বেড়েই চলেছে। কেননা প্রতিদিন গড়ে ১৬ হাজার মানুষ 'এইড্স্'এ আক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

জাতিসংঘ ১৩২টি দেশে HIV/AIDS প্রতিরোধে সচেষ্ট

এইচ. আই. ভি./এইড্স্ প্রতিরোধক যৌথ জাতিসংঘ কর্মসূচি (UNAIDS) এ ব্যাধি প্রতিরোধে সচেষ্ট প্রধান ভূমণ্ডলীয় তৎপরতা। এই কর্মসূচি এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ, ব্যক্তি এবং কম্যুনিটি পর্যায়ে এই রোগাক্রান্ত হবার প্রবণতা প্রশমন এবং এহেন সংক্রামক ব্যাধির প্রভাব সংকোচন জাতীয় তৎপরতায় বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সহায়তা করেছে। অন্যান্য তৎপরতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো UNAIDS কর্তৃক এইডস সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সরকারসমূহ ও ঔষধ শিল্পের মধ্যে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। এইচ. আই. ভি. প্রতিষেধক ওষুধের উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্র জীবনের আয়ু বর্ধনমূলক ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাও UNAIDS'এর তৎপরতার অন্যতম লক্ষ্য।

গর্ভপাতের জন্য কি জাতিসংঘ অর্থ যোগায়?

না। জনসংখ্যা বিষয়ক প্রধান জাতিসংঘ সংস্থা জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যম হিসাবে গর্ভপাতের ধারণাকে সমর্থন করেনা। বরং পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে 'ইউএনএফপিএ' গর্ভপাত প্রতিরোধ করে। কিছু কিছু দেশের আইনে বিশেষ পরিস্থিতিতে গর্ভপাত অনুমোদন করে এবং 'ইউএনএফপিএ' ঐ সব দেশের সার্বভৌম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পরিবার-পরিকল্পনা, মাতৃস্বাস্থ্য এবং এইচ. আই.ভি./এইড্স্

প্রতিরোধে প্রণীত জাতীয় পর্যায়ে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নেই 'ইউএনএফপিএ'র অধিকাংশ তৎপরতা নিবেদিত। বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত প্রণয়ন এবং আদম-শুমারি পরিগণন তৎপরতাও 'ইউএনএফপিএ'র অন্যতম অবদান। 'ইউএনএফপি এ'র কর্মসূচি পুরোপুরি স্বেচ্ছা প্রণোদিত অনুদানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

অবৈধ মাদক পাচার রোধে জাতিসংঘ কি করছে?

সরকারসমূহ অবগত আছেন যে, অবৈধ মাদক পাচারজাতিয় সমস্যা এককভাবে সমাধান করা খুবই কঠিন। মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাই একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, যাতে মাদক উৎপাদনকারী এবং মাদক ব্যবহারকারী উভয় দেশই সংশ্লিষ্ট থাকে। অবৈধ মাদকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পৃথিবীর দেশসমূহকে জাতিসংঘ একাধিক পন্থায় সহায়তা প্রদান করছেঃ-

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রধান আন্তঃসরকার নীতি নির্ধারণীমূলক সংস্থা হলো মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিশন (ইউএন কমিশন অন নারকোটিক ড্রাগ্‌স্‌);
- আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক্স কন্ট্রোল বোর্ড) মাদক দ্রব্যাদি কেবলমাত্র চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছে, যাতে সেগুলো অবৈধ পথে পাচার হতে না পারে;
- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (ইউএন ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ, মাদক উৎপাদন প্রবণতা ও মাদক ব্যবহার এবং পাচারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং দেশসমূহ কর্তৃক মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন-কানুন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, আন্তঃসীমান্ত পুলিশ সহযোগিতা, শিক্ষা কর্মসূচি এবং উৎপাদনকারী কৃষকদের পর্যায়ে মাদক দ্রব্য চাষের পরিবর্তে বিকল্প ফসল আবাদে উৎসাহিতকরণ প্রভৃতি উক্ত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

শরনার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনার (UNHCR) বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ২ কোটি ২০ লাখেরও বেশি শরণার্থী এবং দেশত্যাগী মানুষকে সাহায্য করছে।

জাতিসংঘ কিভাবে জরুরি ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করে?

যখনই কোনো দুর্যোগ ঘটে জাতিসংঘের সক্রিয় সংস্থাগুলো সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সাহায্যে এগিয়ে যায়। প্রতিদিন মানবিক ত্রাণ কার্যে সক্রিয় বেসরকারি সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে জাতিসংঘের জরুরী সাহায্য দলসমূহ যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক সংঘাত অথবা বন্যা, খরা এবং শস্য হানি প্রভৃতিতে বিপর্যস্ত লাখ লাখ মানুষকে জরুরী ত্রাণ-সাহায্য

পৌঁছে দিচ্ছে। এসব সাহায্যের মধ্যে রয়েছে 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র মাধ্যমে পরিচালিত খাদ্য সাহায্য, জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের মাধ্যমে পরিচালিত আশ্রয় এবং নিরাপত্তা কর্মসূচি, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)'এর মাধ্যমে পরিচালিত মা ও শিশুদের ত্রাণ সাহায্য, 'এবোলা' বা এ জাতীয় সংক্রামক রোগ ব্যাধি প্রভৃতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)'এর মাধ্যমে পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন তৎপরতা প্রভৃতি। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সমন্বয়কারী অফিস, যার প্রধান হলেন জরুরী ত্রাণ সমন্বয়কারী (Emergency Relief Co- ordinator) জাতিসংঘের সকল জরুরী ত্রাণ সাহায্য কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করে থাকেন। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তার সাথে যুক্ত সংস্থাগুলোর সাথে ত্রাণ-বহির্ভূত অন্যান্য সংস্থাগুলোকে একত্রিত রাখার জন্য রয়েছে একটি আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি। কোনো সংকটে জরুরী সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করার জন্য ৫কোটি ডলারের একটি জরুরী তহবিল সব সময় মওজুদ থাকে। তাছাড়া জাতিসংঘের সাহায্য কার্যক্রমে সহায়তা দানের জন্য সহানুভূতিশীল বিশ্বের কাছে যে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়, তার প্রতি সাড়া দিয়ে বিশ্বের বহু মানুষ আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসে। এই বিশেষ অনুদান তহবিল থেকে প্রতি বছর এক শত কোটি ডলারেরও বেশি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অসহায় মানবতার সাহায্যে ব্যয় করা হয়।

৪
মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ কি করে?

মানবাধিকারের জন্য জাতিসংঘ কি করে?

জাতিসংঘের অন্যতম একটি বড় ধরণের সাফল্য হচ্ছে মানবাধিকার সম্পর্কিত এমন একটি বিশদ আইন প্রণয়ন করা যা' বিশ্বের সকল দেশের জন্যই প্রযোজ্য। জাতিসংঘ মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং বিশ্বের সর্বত্র সকল জনগোষ্ঠীর প্রতি এর কল্যাণ পৌঁছে দেওয়ার একটি অত্যন্ত কার্যকর কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতিসংঘের কার্যক্রমে অব্যাহতভাবে যে সংস্কার চলছে, তাতে মানবাধিকার প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবাধিকারের বিষয়টি জাতিসংঘ তৎপরতার অন্যতম প্রধান একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং শান্তিরক্ষা থেকে শুরু করে উন্নয়ন কিংবা মানবিক ত্রাণ সহায়তা অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র যেটাই হোক না কেন, জাতিসংঘের সকল তৎপরতার মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র হিসাবে মানবাধিকার বিষয়টিকে গণ্য করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ নানাভাবে মানবাধিকার বিষয়টিকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট, যেমন ঃ-

- মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই-কমিশনার সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত উদ্বেগ প্রকাশ করেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের চেষ্টা করেন, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা তদন্ত করে।
- বন্দিমুক্তি কিংবা মৃত্যুদণ্ড রদ প্রভৃতির ন্যায় মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব এবং মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনার মহোদয় গোপনে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন।
- জাতিসংঘের এমন কিছু মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি আছে, যার বিধান অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার কোনো ব্যক্তি দেশে যদি কোনো প্রতিকার না পান তাহলে অভিযুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে আপীল জানাতে পারবেন।
- সচেতন ব্যক্তি এবং মানবাধিকার গ্রুপগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনারকে অবহিত করে থাকেন। হাই কমিশনারের অফিস থেকে তখন অভিযোগের তথ্যাবলী জাতিসংঘের যথোপযুক্ত সংস্থা, শাখা বা প্রক্রিয়া বরাবরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত তথ্য গ্রহণের জন্য হাই কমিশনারের

- অফিসে একটি হট লাইন টেলিফোন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে [নং (৪১২২) ৯১৭ ০০৯২]

  মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশন হচ্ছে একমাত্র আন্তঃসরকার সংস্থা যা' বিশ্বের যে কোনো স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে প্রকাশ্য জনসভা করতে পারে। এই দফতর

  সকল দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত অভিযোগ গ্রহণ করে।

- জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন, মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন (যেমন নির্যাতন) প্রভৃতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ার করে দেন।
- এসব প্রচেষ্টায় মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের অফিস সহায়তা প্রদান করে। এই অফিস থেকে পৃথিবীর সকল দেশের সরকারসমূহের প্রতি মানবাধিকারের দায়িত্ব পালনের তাগিদ প্রদান করা হয় এবং পুলিশ প্রশিক্ষণ, আইনগত খসড়া প্রণয়ন এবং দণ্ডবিধি ও বিচার পদ্ধতির সংস্কারে সহায়তা প্রদানের মত পদক্ষেপের মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ক কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়।
- মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চয়তা বিধানকারী আইনকানুনকে এখন বহু ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সাবেক যুগোশ্লাভিয়া এবং রুয়ান্ডায় সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুইটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধীদেরকে ন্যায়বিচারের আওতায় আনয়নে সহায়ক হয়েছে।

জাতিসংঘ কিভাবে মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখেছে?

বিশ্বের সর্বত্র প্রতিটি মানুষেরই যে মানবাধিকার রয়েছে, এই বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে জাতিসংঘ সহায়তা করছে। এ এমন এক বাস্তবতা যা' অস্বীকার করতে সরকারসমূহ ক্রমেই ব্যর্থ হচ্ছে। জাতিসংঘ

এ ব্যাপারে যে সব সাহসী ও প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ-

- ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং ১৯৬৬ সালের দুইটি মানবাধিকার চুক্তি (Covenants) সমন্বয়ে জাতিসংঘ প্রথম একটি ভূমণ্ডলীয় মানবাধিকার বিল প্রণয়ন করেছে, যার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার বিধানসমূহ সকল দেশের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করে তোলা সম্ভব হয়েছে। (১৯৬৬ সালের চুক্তি দুইটি ছিলো নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক)।
- জাতিসংঘ ৮০ টিরও বেশি নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করেছে।
- জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে সহায়তা করেছে। বর্ণবৈষম্য বিরোধী অবিরাম প্রচেষ্টায় অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান পর্যন্ত নানাবিধ তৎপরতার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামে সহায়তা করে। ১৯৯4 সালের যে নির্বাচনে দক্ষিণ অফ্রিকার বর্ণবৈষম্য শাসনের অবসান ঘটে, একটি জাতিসংঘ মিশন সে নির্বাচন প্রত্যক্ষ করে।
- কতিপয় মৌলিক অধিকারের সর্বজনীন স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ নারী অধিকার এবং উন্নয়নে বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রভৃতির কথা স্মরণ করা যায়।
- যুগোশ্লাভিয়া (সাবেক) এবং রুয়াণ্ডায়, মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ বিচার করার জন্য জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করে। অতি সম্প্রতি এধরণের অপরাধ আবারও সংঘটিত হলে তার বিচার করার জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ((International Criminal Court) গঠিত হয়েছে।

বিপন্ন সামাজিক গ্রুপগুলোকে জাতিসংঘ কিভাবে রক্ষা করে?

জাতিসংঘ সংখ্যালঘু, দেশান্তরী শ্রমিক, আদিবাসী এবং অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাতকারী শিশুদের ন্যায় বিপন্ন সামাজিক গ্রুপগুলোর স্বার্থের এক বলিষ্ঠ প্রবক্তা এবং এসব বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে জাতিসংঘ কাজ করে চলেছে। মানবাধিকার বিষয়ক অন্যতম প্রধান একটি সংস্থাই হচ্ছে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধ ও তাদের সুরক্ষায় নিয়োজিত উপ-কমিশন (Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities)। এই সংস্থা বিশ্বব্যাপী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের

অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বছরে একবার আন্তর্জাতিক বৈঠকে মিলিত হয়। বিপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের স্বার্থে জাতিসংঘের সহায়তাক্রমে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৮৯ সালে প্রণীত শিশু অধিকার কনভেনশন, ১৯৯০ সালে প্রণীত দেশান্তরী শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের অধিকার সংরক্ষণকারী কনভেনশন। বিপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও কনভেনশনসমূহ মেনে চলা হচ্ছে কিনা, জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলো তা' পর্যবেক্ষণ করে এবং এসব অধিকার লঙ্ঘনকারী দেশগুলোকে জবাবদিহিতার অধীনে আনয়ন করে (এদের মধ্যে রয়েছে শিশু, নারী এবং বর্ণগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী)।

বিপন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থহানীকর সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রচার অভিযান পরিচালনা করে থাকে। জগতের ৩০ কোটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ ঘোষণা করে এবং ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত–এই দশ বছরকে বিশ্বের আদিবাসীদের জন্য দশক হিসাবে পালন করার অঙ্গীকার করে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ঘোষণার কাজও এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধবিগ্রহে বিপদাপন্ন শিশুদের জন্য মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি বিশ্বের আনুমানিক ৩ লাখ শিশু সৈনিকের স্বার্থ রক্ষায় সোচ্চার রয়েছেন। তাছাড়া বিশ্ব থেকে শিশুশ্রম তুলে দেওয়ার আন্তর্জাতিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং পথ-শিশু, শিশু শ্রমিক এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির শিকার অসহায় শিশুদের কল্যাণে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)।

নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ কি ভূমিকা পালন করছে?

১০০টির বেশি দেশে নারীর কল্যাণে জাতিসংঘের কর্মসূচি রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনসমূহ কার্যকর করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার অগ্রগতি সাধনে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

- জাতিসংঘ সনদে নারীর সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষণায় নারীর অধিকার বিধৃত হয়েছে। কাজেই নারী-পুরুষে সমতা বা সমান অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- জাতিসংঘ নারী অধিকারের একটি আন্তর্জাতিক মান নিরূপণ করেছে এবং বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পরখ করার জন্য কিছু বিধানও প্রণয়ন করেছে। জাতিসংঘ ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সর্ব প্রকার বৈষম্য বিলোপ সম্পর্কিত কনভেনশন (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) অনুমোদন করে। এ হলো নারী সমাজের জন্য একটি আন্তর্জাতিক অধিকার সনদ এবং দেশে দেশে নারী অধিকার বাস্তবায়নের কর্মসূচ প্রণয়নের নীল-নক্শা হিসাবেও এই কনভেনশনকে গণ্য করা হয়। বিশ্বের ১৬০টিরও বেশি দেশ এই কনভেনশন অনুমোদন করেছে এবং এর মধ্য

দিয়ে নারীর সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে নিজেদেরকে আইনগতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি জাতিসংঘ কমিটি এই কনভেনশনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে।

- ১৯৪৬ সালে গঠিত নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন (UN Commission on the Status of Women) নারী অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সুপারিশ গ্রহণ এবং কোনো সমস্যা সমাধানে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের তাগিদ প্রদান ও সঠিকভাবে নারীর অধিকার সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় বছরে একবার সম্মেলন আহ্বান করে।
- জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী নারীদের সংগঠিত করতে সহায়তা করছে। নারী অধিকারের উপর বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত এই দশ বছরকে জাতিসংঘ নারী দশক হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নারীর অধিকার সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় বিশ্বের সকল দেশের নারী সমাজকে একত্রিত করার ফোরাম হিসাবেও জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে জাতিসংঘ নারী বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। এর পরবর্তী সম্মেলনগুলো হয় কোপেন হ্যাগেনে (১৯৮০), নাইরোবীতে (১৯৮৫) এবং বেইজিং'এ (১৯৯৫)।
- নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করে চলেছে যে দু'টি জাতিসংঘ সংস্থা তারা হলো নারী বিষয়ক জাতিসংঘ তহবিল ((UNIFEM) এবং নারী উন্নয়নে নিবেদিত আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট (INSTRAW)। নারী কল্যাণে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিতে UNIFEM অর্থায়ন করে। গবেষণা সংস্থা INSTRAW প্রশিক্ষণ, গবেষণা কার্যক্রম এবং তথ্য-উপাত্ত যুগিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

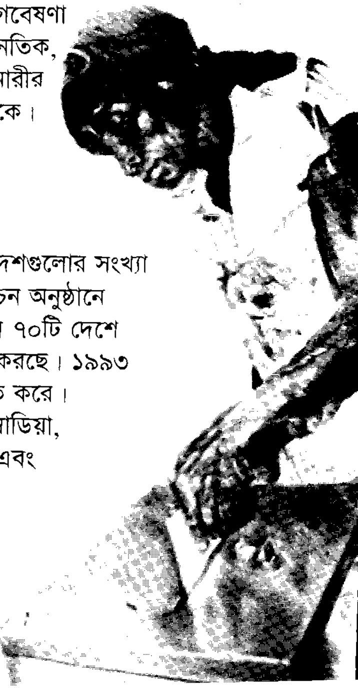

জাতিসংঘ কিভাবে গণতন্ত্রায়নে সহায়তা করে?

গণতন্ত্রায়নে জাতিসংঘের সহায়তা প্রত্যাশী দেশগুলোর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জাতিসংঘ ৭০টি দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুসংহত করতে সহায়তা করছে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ কম্বোডিয়ার নির্বাচন সংগঠিত করে। নামিবিয়া, নিকারাগুয়া, হাইতি, এঙ্গোলা, কম্বোডিয়া, এল্ সালভেদর, দক্ষিণ আফ্রিকা, মোজাম্বিক এবং লাইবেরিয়ায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে জাতিসংঘ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করে। এল্ সালভেডর, মোজাম্বিক এবং

গুয়াটেমালার ন্যায় অন্যান্য
এলাকায় সশস্ত্র বিরোধী গ্রুপকে জাতিসংঘ নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে।

জাতিসংঘ ৪৫টির বেশি দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করেছে।

বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনকে সংহত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক, বিচার সম্পর্কিত এবং প্রশাসনিকভাবে কার্যকর জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সহায়তা দিয়ে থাকে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) সংসদীয় পদ্ধতির সংস্কার, মানবাধিকার আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থার মান উন্নয়ন এবং দুর্নীতির প্রতিকার প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে বহু দেশে সুশীল শাসন ব্যবস্থা কায়েমে সহায়তা করছে।

একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কেন প্রয়োজন?

গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচারার্থে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন করা হয়েছে। এ ধরণের একটি আদালত গঠন দীর্ঘ দিন ধরে জাতিসংঘের কর্মসূচির তালিকাভূক্ত ছিলো। কিন্তু কম্বোডিয়া, সাবেক যুগোশ্লাভিয়া এবং রুয়ান্ডায় সংঘটিত ব্যাপক গণহত্যাকাণ্ডের ফলে এহেন একটি আদালত গঠনের উদ্যোগ ত্বরান্বিত হয়।

১০০টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি এই আদালত গঠনের যে বিধান (Statute) প্রণয়ন করেন, তা' ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত রোম সম্মেলনে ১২০টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অন্ততঃ ৬০টি দেশ কর্তৃক এই বিধান অনুমোদনের মধ্য দিয়ে এই আদালত কাজ শুরু করতে পারবে। নেদারল্যাণ্ডের দি হেগে স্থাপিত এই আদালত গঠিত হবে নয় বছরের জন্য মনোনীত ১৮ জন আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত বিচারক এবং একটি প্রসেকিউটর ও তদন্তকারী দলকে নিয়ে। এই আদালত জাতিসংঘের কোনো অংশ হবেনা। এর জবাবদিহিতা থাকবে আদলত গঠনের বিধানে (Statute) সমর্থনদানকারী দেশগুলোর প্রতি।

এই বিধানে অনুমোদনদানকারী দেশগুলো এই মর্মে ঐকমত্যে এসেছে যে, এ ধরণের অপরাধ যদি তাদের দেশের কোনো নাগরিকও করে তাহলেও তারা তাদের দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার করবে কিংবা অপরাধীদেরকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাছে সোপর্দ করবে। আদালত অনাকাঙ্ক্ষিত বিচার করবেনা, এই মর্মে উক্ত বিধানে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষগুলো তাদের দেশের নিজস্ব ট্রাইব্যুনালের সুযোগ কাজে লাগাবে। অপরাধ আদালত শুধুমাত্র তখনই হস্তক্ষেপ করবে যখন জাতীয় পর্যায়ের আদালত এ ধরণের বিচারকার্যে অপারগতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকগণকে সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহকে যুক্তিযুক্ত করতে হবে, যাতে কোনো প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অভিযোগ প্রশ্রয় না পায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো বিচারকার্যকে অনুপযুক্ত গণ্য করলে তা' স্থগিত রাখার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

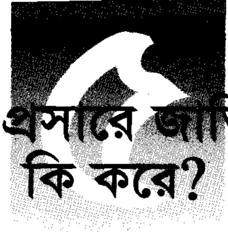

শান্তি প্রসারে জাতিসংঘ কি করে?

শান্তির জন্য জাতিসংঘ কিভাবে কাজ করে?

জাতিসংঘ তার সকল কর্মতৎপরতা দিয়ে শান্তির প্রসার ঘটায়।

কূটনীতি এবং বিতর্কের কেন্দ্র হিসাবে জাতিসংঘ যুদ্ধের বিকল্প পথ বাতলিয়ে দেয় এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কাঠামো তুলে ধরে। কোনো আন্তর্জাতিক সংকটকালে জাতিসংঘ উত্তেজনা প্রশমনে এবং আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে। সশস্ত্র সংঘর্ষের অবসান যারা চায় জাতিসংঘ তাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিগণিত হয়।

শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক আইন কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণের দ্বারা জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তির প্রসারে অবদান রাখছে। সংঘর্ষ বাধার আগেই নিবারক কূটনৈতিক তৎপরতার সাহায্যে জাতিসংঘ তা' নিরসনের জন্য সচেষ্ট হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এবং গণতন্ত্রায়নে জাতিসংঘ সহযোগিতা করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা এগিয়ে নেবার মাধ্যমে জাতিসংঘ যুদ্ধ বিগ্রহের নেপথ্য কারণ বা উৎসসমূহ নির্মূল করে অর্থাৎ শান্তিকে স্থায়ী করতে সহায়তা করে। জাতিসংঘের ব্যবস্থাধীন অন্যান্য সংস্থার তৎপরতার পাশাপাশি এই বিশ্ব-সংস্থা মানবিক সাহায্য, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন, জাতীয় অবকাঠামো মেরামত এবং পুনর্গঠনে সহযোগিতা করে থাকে।

অস্ত্রের বিস্তার রোধে জাতিসংঘ কি করছে ?

একটি নিরাপদ পৃথিবীর জন্য জাতিসংঘ শান্তি ও উন্নয়নে যে অবদান রাখছে, তার মধ্যে একটি বড় স্থান জুড়ে আছে নিরস্ত্রীকরণ তৎপরতা। নিরস্ত্রীকরণ তৎপরতার সাথে জড়িত জাতিসংঘের নিজস্ব সংস্থাগুচ্ছের মাধ্যমে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণের বিধান প্রণয়ন এবং এর বহুপাক্ষিক নিয়মনীতিকে জোরদার করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বের দেশসমূহ নিজেদের মধ্যকার আস্থা এবং বিশ্বাস আনতে পারছে এবং চুক্তিসমূহ কার্যকরী বা বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা' পরখ করতে পারছে।

জাতিসংঘের সহযোগিতাক্রমে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Conference on Disarmament)-এর মত বহুপাক্ষিক আলোচনাসমূহ ব্যাপক সংখ্যক চুক্তির বিধিবদ্ধতায় উত্তীর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পারমাণবিক বিস্তার রোধ চুক্তি

(Nuclear Non-Proliferation Treaty), পারমাণবিক পরীক্ষা রোধ চুক্তি (Comprehensive Test-Ban Treaty) প্রভৃতি– যার লক্ষ্য হচ্ছে পরমাণু মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলা। উপরন্তু, মারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে সহায়তার জন্য আরও বেশ কয়েকটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি সংগঠনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন– আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (International Atomic Energy Agency) পারমাণবিক নিরাপত্তা এবং পর্যবেক্ষণ-সম্পর্কিত একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) রাসায়নিক অস্ত্র সম্পর্কিত কনভেনশনের বিধানাবলী মেনে চলা হচ্ছে কিনা, তা' পর্যবেক্ষণ করে।

অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে প্রচলিত অস্ত্র সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিবন্ধন ((UN Register of Conventional Arms) এবং বিভিন্ন দেশের সামরিক খাতে ব্যয় সম্পর্কিত গ্রহণযোগ্য প্রতিবেদন। এ সকল পদক্ষেপ সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কিত স্বচ্ছতার জন্ম দেয়।

সংঘাতের পরবর্তী পর্যায়ে শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে জাতিসংঘ লাখ লাখ অস্ত্র ধ্বংস করার ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে এবং সাবেক সংঘাতকারীদেরকে শান্তিপূর্ণ নাগরিক সমাজে রূপান্তরিত হতে সহায়ক হয়েছে।

স্থল মাইন নির্মূলে জাতিসংঘ কি করছে?

পুঁতে রাখা অজানা স্থল মাইনের আঘাতে বছরে প্রায় ১০,০০০ লোকের প্রাণহানী ঘটে।

- ৫০টিরও বেশি দেশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পুঁতে রাখা স্থল মাইন বিস্ফোরণে প্রতি বছর ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত কিংবা পঙ্গু হয়। এই নীরব ঘাতকের হামলার প্রথম শিকার হয় শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধ মানুষেরা। এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ মাইন পোঁতা হচ্ছে।
- জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোকে ১৯৯৭ সালের অটোয়া কনভেনশনকে সমর্থন দিতে উৎসাহিত করে। ওই কনভেনশনে স্থল মাইন উৎপাদন, রফতানি এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং চুক্তিটির প্রতি বিশ্বব্যাপী আনুগত্যের জন্য তাগিদ ব্যক্ত

করা হয়। নরওয়ে, কানাডা এবং অপর কয়েকটি দেশ কর্তৃক উত্থাপিত এই চুক্তিটিতে ১৯৯৭ সালে ১০০টিরও বেশি দেশ অনুমোদন দেয়। ৬০টি দেশের প্রায় ১০০০ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এই কনভেনশনের প্রতি সমর্থন দানের জন্য তাদের নিজ নিজ সরকারকে রাজি করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- এই চুক্তির অধীনে রাষ্ট্র পক্ষগুলোকে এই মর্মে সম্মত হতে হয়েছে যে, তারা যেসব ধরণের স্থল মাইন মজুদ করেছে, তাদের পুঁতে রাখা মাইন তুলে নেওয়ার ব্যাপারে তারা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, তাদের মজুদকৃত মাইন ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে এবং স্থল মাইন উৎপাদনকারী স্থাপনাগুলো রূপান্তরিত করা বা গুটিয়ে ফেলার ব্যাপারে তাদের কি ধরণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেসব বিষয় জাতিসংঘ মহাসচিবকে অবহিত রাখতে হবে।

- ১৯৮০ সালে সম্পাদিত জাতিসংঘ কর্তৃক আহুত অমানবিক অস্ত্র চুক্তি ((Inhumane Weapons Convention)-র একটি ধারা সরাসরি স্থলমাইন সম্পর্কিত। ১৯৯৬ সালে গৃহীত এই প্রটোকলে স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্র-পক্ষগুলো এ বিষয় নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করে এই মর্মে সম্মত হয় যে, সব মাইনের অবস্থান নির্ণয়যোগ্য হতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ক্ষেত্রে এই মাইনের ব্যাবহারকেও এই প্রটোকলের আওতায় আনা হবে।

- সাতটি দেশে প্রায় ৬ হাজার 'ডিমাইনার' জাতিসংঘে এবং জাতিসংঘের সহায়তাপুষ্ট মাইন পরিষ্কার কর্মসূচিতে কার্যরত রয়েছে। জাতিসংঘ কেবল মাইন ক্লিয়ারেন্স' এর কাজই করছেনা; মাইন নিরূপণকারী ডিমাইনারদের প্রশিক্ষণ, মাইন-বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি, মাইন জরিপ পরিচালনা এবং ডিমাইনার কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রমে সহায়তাও প্রদান করছে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্য হলো স্থল মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে এই বিপদ মোকাবেলায় তৈরি করা। তাছাড়া স্থল মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত পঙ্গু ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

- আফগানিস্তান, এ্যাঙ্গোলা, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কম্বোডিয়া, ক্রোয়েশিয়া, লাওস জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, মোজাম্বিক, রুয়ান্ডা এবং ইয়েমেনের মত যুদ্ধবিক্ষুব্ধ দেশগুলোর বধ্যভূমিতে গত ১৯৮৯ সাল থেকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতিসংঘ কেন শান্তি চাপিয়ে দিতে পারেনা?

জাতিসংঘ বলপূর্বক শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। জাতিসংঘের কোনো সৈন্যবাহিনী বা কোন সামরিক সম্পদ নেই। জাতিসংঘ নয় কোনো আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী। জাতিসংঘের

কার্যকারিতা নির্ভর করে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর, যারা সিদ্ধান্ত নেয় বিরোধ মীমাংসায় জাতিসংঘ কখন, কিভাবে, কি ভূমিকা রাখবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রয়েছে এক বিশেষ দায়িত্ব। কোনো বিরোধের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে থাকে। বিরোধ মীমাংসার একটা উপায় বের করে দেয় (যেমন তথ্য অনুসন্ধানী কিংবা মধ্যস্থতাকারী মিশন)। সাধারণ পরিষদ সংঘাতময় পক্ষসমূহের প্রতি বিশ্বজনমতের প্রভাব চাপিয়ে দিতে পারে। মহাসচিবের কূটনৈতিক তৎপরতাক্রমে আলোচনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে এবং যুদ্ধ সংঘাত প্রশমিত হতে পারে। যুদ্ধবিরতি বা সন্ধি স্থাপিত হবার পর নিরাপত্তা পরিষদ বিবাদরত পক্ষ সমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারেন।

নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে কোনো পক্ষ সাড়া না দিলে পরিষদ তখন অর্থনৈতিক অবরোধ অথবা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার মতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিচারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করতে পারে (যেমনটি করা হয়েছে রুয়ান্ডা এবং সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায়)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ সশস্ত্র সংঘাত থামাতে কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে সৈন্য মোতায়েন করা সহ "প্রয়োজনীয় সকল শক্তি" প্রয়োগ করার অধিকার প্রদান করেছে—যেমনটি করা হয়েছে ১৯৯১ সালে কুয়েতের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারে কিংবা ১৯৯৪ সালো হাইতির বৈধ সরকারকে পুনর্বহালের ক্ষেত্রে। সদস্য রাষ্ট্রবর্গের অংশগ্রহণক্রমে এ ধরণের বলপ্রেয়োগের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম কি?

বিশ্বের ১১৮টি দেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সৈন্য ও বেসামরিক পুলিশ বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম হলো সত্যিকার অর্থে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। বহু দেশ থেকে প্রেরিত হয় এই শান্তিরক্ষী কর্মী বাহিনী, যার মধ্যে থাকে সৈনিক, বেসামরিক পুলিশ, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, মাইন পরিষ্কারক, মানাবধিকার পর্যবেক্ষক, বেসামরিক প্রশাসন ও যোগাযোগ বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে। আগেই বলা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্তে এর স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রের যে কোনো একটি পক্ষ 'ভেটো' দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ম্যান্ডেট, আকার, সুযোগ ও স্থায়িত্বকাল নিরূপণ করে থাকে। সেই সাথে নিরূপিত হয় মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন। শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের বাজেট নিয়ে সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি হয়।

পরিস্থিতি যেমন দাবি করে সেই অনুযায়ী শান্তিরক্ষীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয় করে নিরাপত্তা পরিষদ। শান্তিরক্ষীগণ কোনো যুদ্ধবিরতি, 'বাফার' অঞ্চলে বিবদমান পক্ষসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন, মানবিক ত্রাণ সামাগ্রীর সরবরাহে নিরাপত্তা, পূর্বতন যুদ্ধরত পক্ষসমূহের অবস্থান পরিবর্তন বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ

জাতিসংঘ কি একটি লাভজনক বিনিয়োগ?

জাতিসংঘ তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কি করছে?

বিগত কয়েক বছরে জাতিসংঘ তার দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মৌলিক সংস্কার সাধন করেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি দেখাশুনা করার জন্য একজন আন্ডার- সেক্রেটারী জেনারেল (Under-Secretary General for Internal Oversight Services) নিয়োগ, অভিযানের ব্যয়হ্রাস, ঊর্ধ্বতন কিছু পদ সহ প্রায় ১ হাজার পদের বিলোপ। জাতিসংঘের ১৯৯৮-৯৯ বছরের বাজেটে (২ হাজার ৫শত ৩০ কোটি ডলার) ৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার সাশ্রয় করা হয়েছে যা কিনা ৯৬-৯৭ সালের বাজেটের তুলনায় প্রায় ৩% ভাগ ব্যয়ের সমান।

মহাসচিব পদে কফি আনানের নিযুক্তির পর সংস্কার কার্যক্রমে নাটকীয় গতি সঞ্চারিত হয়। জনাব আনান এমন কিছু সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রস্তাব করেছেন যা সাধারণ পরিষদে ইতোপূর্বে কখনো এভাবে পেশ করা হয়নি। গৃহীত কিংবা প্রক্রিয়াধীন পদক্ষেপসমূহে মধ্যে রয়েছেঃ

- প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন করা এবং সঞ্চয়কৃত অর্থ বিশ্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো;
- চারটি প্রধান ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কার্যক্রমসমূহকে সংগঠিত করা, যেমনঃ শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি, মানবিক ত্রাণ তৎপরতা এবং মানবাধিকার।
- জাতিসংঘের দৈনন্দিনের কাজ এবং সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়ের সুবিধার্থে একজন উপ-মহাসচিব নিয়োগ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করা এবং সমন্বয় বিধানকে আরো সুচারু করার স্বার্থে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের সমন্বয়ে একটি কেবিনেট গঠন;
- উন্নয়ন তৎপরতায় যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি এবং তহবিলসমূহের প্রধানদের নিয়ে একটি উন্নয়ন গ্রুপ' (UN Development Group) গঠন করা;

- জাতিসংঘ সচিবালয়ের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কিত তৎপরতা একটি অভিন্ন কার্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসা;
- মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী একটি অভিন্ন কার্যাবলয়ের অধীনে নিয়ে আসা;
- অপরাধ প্রতিরোধ, মাদক দ্রব্য পাচার, মুদ্রা পাচার এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সকল জাতিসংঘ তৎপরতাকে একটি অভিন্ন কার্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসা;
- বিভিন্ন জাতিসংঘ তহবিল এবং কর্মসূচির দেশীয় তৎপরতাসমূহকে (Country Operation) একটি অভীন্ন দফতরের অধীনে নিয়ে আসা (UN House) যার প্রধান হবেন একজন আবাসিক সমন্বয়কারী (Resident Co-ordinator)। এর ফলে সকল তৎপরতার সূত্র হবে এক স্থানে এবং সমন্বয় যেমন বাড়বে; ব্যয় তেমনি কমবে।
- সকল কর্মশাখায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মীবহরের ব্যাপক সংস্কার সাধন করা।

কর্মপ্রক্রিয়া সহজীকরণ, অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, সবিচালয়ের কর্ম পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের ব্যয় কত?

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু বার্ষিক চাঁদা ৩.৮৬ ডলার, যা ৬ বোতল সোডাজাতীয় পানীয়ের খরচেরও কম।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের নিয়মিত ব্যয়ের বাজেট ছিলো ১ হাজার ২৬০ কোটি ডলার। নিয়মিত বাজেট শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় বহির্ভূত। এই বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের বিভিন্ন তৎপরতা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও ভৌত অবকাঠামোগত ব্যয় নির্বাহ। জাতিসংঘভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এই বিশ্ব-সংগঠনের ব্যয়ের একটি অংশ বহনে বাধ্য। বিশ্ব অর্থনীতিতে যে দেশের অংশ যতখানি, সেই অনুযায়ী নির্ণীত হয় জাতিসংঘ তহবিলে তার চাঁদার পরিমাণ কত হবে।

জাতিসংঘ ব্যবস্থার জন্য কত ব্যয় করতে হয়?

জাতিসংঘের ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে বছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের নিজস্ব ব্যয়, বিভিন্ন কর্মসূচি ও তহবিল, বিশেষায়িত (Specialized) সংস্থাগুলোর ব্যয় প্রভৃতি। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD) অন্তর্ভুক্ত নয়। জাতিসংঘ ব্যবস্থার মোট ব্যয়ের প্রায় দুই/তৃতীয়াংশ আসে সদস্য রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান থেকে। বাদবাকি অর্থ আসে রাষ্ট্রসমূহের উপর বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য চাঁদা থেকে।

১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ-ব্যবস্থাধীন তৎপরতায় ব্যয় করা হয় প্রায় ৪ হাজার ৩শ কোটি ডলার, যার বেশির ভাগই ব্যয় হয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক ত্রাণ কর্মসূচি বাবদ। উপরন্তু বিশ্বব্যাংক, আইএম এফ এবং আইএফ এডি (ইফাদ), দারিদ্র মোচন, উন্নয়ন এবং বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে থাকে।

জাতিসংঘঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণ

জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশে সহায়ক ঃ

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ী সমাজের ন্যায় জাতিসংঘেরও রয়েছে অভিন্ন আগ্রহ। নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা, শিক্ষা বিস্তার এবং রোগ নির্মূল, জাতিসংঘের এইসব তৎপরতা স্থিতিশীল, কার্যকরী এবং গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। জাতিসংঘ "লঘু বিনিয়োগ" এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমাজের কল্যাণ সাধন করে। কেননা জাতিসংঘের এই বিনিয়োগ ছাড়া বেসরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাশিত সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনা।
- জাতিসংঘ রফতানি বৃদ্ধি, বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা অপসারণ, সুষম বাণিজ্যিক আইন প্রণয়ন ও গ্রন্থসত্ত্ব (কপিরাইট) ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র ব্যবসায়ী সমাজের মঙ্গল সাধন করে থাকে।
- জাতিসংঘ-ব্যবস্থা টেলিযোগাযোগ, বেসামরিক বিমান চলাচল, জাহাজ চলাচল এবং ডাক সেবার কারিগরি মান নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ও লেনদেন সম্ভবপর হয়।
- জাতিসংঘ বাজার-অর্থনীতি তথা বাজার-ভিত্তিক সংস্কারের জন্য সচেষ্ট। বাজার অর্থনীতি ব্যবসায়ী লেনদেনের জন্য অনুকূল। ব্যবসায়ী লেন-দেন বৃদ্ধি, ব্যবসার প্রতি কল্যাণকর আইনকানুন প্রণয়ন এবং প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক পালাবদলে সহায়ক শক্তি হিসাবেও জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- জাতিসংঘ ব্যবস্থা পণ্য ও সেবার এক বিশাল গ্রাহকও বটে। জাতিসংঘ কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য ও সেবার অর্থনৈতিক মূল্য বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি ডলার। বিশ্বে যত টাকার প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন হয় শুধুমাত্র ইউনিসেফই তার অর্ধেকটা কিনে নেয়। অপাদিকে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) হলো বিশ্বের জন্মনিরোধক বড়ির প্রধানতম ক্রেতা।
- মার্কিন কোম্পানীগুলো হলো জাতিসংঘের পণ্য ও সেবার বৃহত্তম যোগানদার। ১৯৯৭ সালে নিউ ইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে মোট মালামাল সরবরাহের মধ্যে ৫৯ শতাংশ আসে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে (মোট ৩২৭.৫ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৯২ মিলিয়ন ডলার)।
- জাতিসংঘের সাথে বেসরকারি খাতের "যৌথ উদ্যোগের" ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সম্প্রতি বৃটিশ ভেষজ শিল্প বা ওষুধ কোম্পানি স্মিথক্লিন বিচ্যাম এর সাথে দেড় হাজার কোটি ডলার ব্যয় সাপেক্ষ ২০ বছর মেয়াদি বিশ্ব থেকে গোদ রোগ (Elephantiasis) নির্মূল অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। UNCTAD (বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন) কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বয়ংক্রিয় শুল্ক ব্যবস্থার কারিগরি বিষয়াদিতে সহযোগিতা প্রদান করছে দেশের আইটি (তথ্য প্রযুক্তি) কোম্পানিগুলো।

■ জাতিসংঘ তার কাজের জন্য বরাবরই ব্যবসায়ী সমাজ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে আসছে। ১৯৯৭ সালে (Time Warner) প্রকাশনা গ্রুপের কো-চেয়ারম্যান টেড্ টার্নার জাতিসংঘের উন্নয়ন ও সহযোগিতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এক হাজার কোটি ডলারের অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। বিশ্বের রোটারীক্লাবসমূহ পোলিও নির্মূলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। এছাড়া বিশ্বের লায়ন্স ক্লাবসমূহ জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) -এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অন্যান্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতিসংঘ বাজেট কতখানি তুলনীয়?

জাতিসংঘের ব্যয় বরাদ্দের প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে দেখা যাবে কেবলমাত্র জাতিসংঘের জন্য বছরে খরচ হয় ১ হাজার ২শ ৬০ কোটি ডলার এবং গোটা জাতিসংঘ ব্যবস্থার জন্য খরচ হয় প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার। বিভিন্ন সরকার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেই তুলনায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তা' এখানে তুলে ধরা হলোঃ-

■ ১৯৯৮ সালে ১৫-সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ই.ইউ)' এর প্রশাসনিক বাজেট ছিলো ৪ হাজার ৮'শ কোটি ডলার।

■ যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্যের (ভারমন্ট্ এবং দক্ষিণ ডাকোটা) প্রতিটির বাৎসরিক বাজেট ২ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি;

■ মেট্রোপলিটন টোকিও নগর কর্তৃপক্ষের অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাজেটের অর্থ ১ হাজার ৮'শ কোটি ডলার;

■ পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ১ হাজার ৪ শত কোটি ডলার;

■ বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ মানবাধিকার কর্মসূচির বাজেট জুরিখ অপেরা হাউজ পরিচালনার বাজেটের চেয়েও কম;

■ যে কোনো শিল্পোন্নত দেশের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী মাঝারী ধরণের হাসপাতালের পরিচালনা ব্যয় আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাজেট সমপরিমাণ।

জাতিসংঘের বাজেট কিভাবে প্রণীত হয়?

জাতিসংঘের ব্যয় এক কঠোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্ণীত হয়, যার সাথে সকল সদস্য দেশ সংশ্লিষ্ট থাকে।

সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ বিভাগের অনুরোধ সতর্কভাবে বিবেচনা করার পর মহাসচিব মহোদয় প্রথমে সাধারণ পরিষদে বাজেট প্রস্তাব করেন। এর পর প্রশাসন ও বাজেটের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৬ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি এবং কর্মসূচি ও সমন্বয় প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ৩৪-সদস্যের কমিটি বাজেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কমিটি দুইটির সুপারিশ পাঠানো হয় সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত সাধারণ পরিষদের প্রশাসনিক ও বাজেট-কমিটিতে। তারা বাজেটটি আর এক দফা পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করেন। সব শেষে তা' পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে পাঠানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রসহ শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রতিটি জাতিসংঘ বাজেট অনুমোদন করেছে। ১৯৮৮ থেকে বাজেট এক ধরণের সাধারণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে অনুমোদিত হচ্ছে। সম্মতির ভিত্তিতে প্রণীত হওয়ায় বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরার সুযোগ পায় শিল্পোন্নত দেশগুলো।

জাতিসংঘের ব্যয় কি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

প্রকৃত অর্থে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রামান অবমূল্যায়নকে হিসাবে ধরলে বিগত বছরগুলোতে বাজেট হ্রাস পেয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো নতুন কর্মসূচি ও তৎপরতা বৃদ্ধির তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও বাজেট হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালের চেয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট ছিলো ৩% ভাগ কম।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় কি অত্যধিক?

শান্তিরক্ষার ব্যয়কে তুলনা করা দরকার যুদ্ধের ব্যয়—তথা অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং মানুষের দুর্দশার সাথে।

১৯৯৪ সালে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে তিন হাজার কোটিতে দাঁড়ায়। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় তখন ব্যাপক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চলছিলো। ১৯৯৬ নাগাদ শান্তিরক্ষা ব্যয় ১ হাজার ৪শ' কোটি ডলারে নেমে আসে। ১৯৯৭ সালে নেমে আসে ১ হাজার ৩শত কোটি ডলারে। ১৯৯৮ সালে এই ব্যয় ১ হাজার কোটি ডলারের নিচে ছিলো বলে ধারণা করা হয়। এই হার হলো বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ০.২% ভাগ মাত্র। এর চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে পুশতে হয় নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় কিভাবে যোগানো হয়?

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের নিজস্ব বাজেট রয়েছে। সাধারণ পরিষদ তার নিয়মিত বাজেটের নিরিখে এসব বাজেট মূল্যায়ন/নিরূপণ করে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের উপর উচ্চতর দাবি প্রযোজ্য হয়। তাঁরা কাউন্সিলের যে কোনো প্রস্তাবে 'ভেটো' প্রদান করার ক্ষমতা রাখেন এবং সাধারণ পরিষদের মতে নিরাপত্তা পরিষদের ওই পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের উপর বর্তায় শান্তিরক্ষার "বিশেষ দায়িত্ব"। ১৯৯৮ সালে ওই পাঁচটি দেশ (চীন, ফ্রান্স, রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র')— এর উপর শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মোট ব্যয় নির্বাহের ৪৯ ভাগ বহনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় (১৯৯২ সালে ছিলো ৫৭% ভাগ)। নিয়মিত বাজেটের নিরিখে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর উপর চাঁদার পরিমাণ ধার্য করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়ভার তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় সংকোচন করা হয়।

জাতিসংঘের খরচপাতি কে পর্যবেক্ষণ করে?

অনুমোদিত উদ্দেশ্যে যতটা সম্ভব বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

- জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রক (UN Controller) এর অধীনে সংস্থার কর্মসূচি পরিকল্পনা, বাজেট ও এ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত কার্যালয় হলো প্রধানতম হিসাব নিয়ন্ত্রণকারী শাখা। জাতিসংঘ ব্যবস্থা কিংবা জাতিসংঘের অধীনস্থ প্রতিটি প্রধান কর্মসূচি বা তহবিলের নিজস্ব হিসাব নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রয়েছে।

- সংস্থার অভ্যন্তরীণ নজরদারী প্রতিষ্ঠান 'দি ইউএন অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ওভারসাইট সার্ভিস' সারা বিশ্বের জাতিসংঘ কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করে। এর প্রধান নির্বাহী হলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সমতুল্য। এই অফিসকে সকল সদস্য রাষ্ট্রের নিকট জবাবদিহি থাকতে হয় এবং অভ্যন্তরীণ অডিট মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন এবং তদন্তানুষ্ঠান প্রভৃতি চালানোর ক্ষমতা উক্ত কমিটির রয়েছে। অপচয়, দুর্নীতি, জোচ্চুরি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা– প্রভৃতি বিষয়েও উক্ত অফিস থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোথাও কোনো অন্যায় হতে থাকলে গোপনে সেসব তথ্য সংগ্রহের জন্য এই অফিসে একটি গোপনীয় হটলাইন ফোন সংযোগ রয়েছে।

- জাতিসংঘের এক্সটারনাল অডিট বোর্ড হিসাব নিকাশ পর্যালোচনা করে। পরিষদ কর্তৃক মনোনীত তিনটি দেশ থেকে উক্ত বোর্ডের অডিটর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক অডিটর জেনারেল অডিটরবৃন্দ নিয়োগ করেন, যারা বিশ্বব্যাপী পরিচালনাকারী জাতিসংঘ কার্যক্রমের অডিট করে থাকেন।

- জাতিসংঘের 'জয়েন্ট ইন্সপেকশন ইউনিট' এর কাজ হলো জাতিসংঘ ব্যবস্থাধীন কার্যক্রম অত্যন্ত মিতব্যয়িতার সাথে সম্পাদন করা এবং সম্পদের প্রত্যাশিত সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা। ১১টি দেশ থেকে সংগৃহীত ইন্সপেকটর (পরিদর্শনকারী) গণকে নিয়োগ দান করে সাধারণ পরিষদ। দক্ষতা এবং তহবিলের প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে তদন্ত পরিচালনায় ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে তাদের। এঁরা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তদন্ত পরিচালনা করতে পারেন না।

সদস্য চাঁদা কিভাবে ধার্য হয়?

জাতিসংঘের চাঁদা সম্পর্কিত সাধারণ পরিষদের কমিটির মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রবর্গ প্রাথমিকভাবে যে বিধান করেছেন, তদানুযায়ী সদস্য রাষ্ট্র তার

সামর্থ্য অনুযায়ী জাতিসংঘকে চাঁদা দেবে। নিম্ন মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোসহ সকল সদস্য রাষ্ট্রের গড় বাৎসরিক উৎপাদন (GNP)'এর ভিত্তিতে এই চাঁদা নিরূপিত হবে। অর্থাৎ জাতিসংঘের মোট ব্যয়–ভারের একটি অংশ (ন্যূনতম ০.০০১% ভাগ থেকে সর্বোচ্চ ২৫% ভাগ) প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে দিতে হবে। ১৯৯৯ সালে ন্যূনতম হারে চাঁদা প্রদানকারী ৩৪টি দেশের চাঁদা ধার্য হয় প্রত্যেকের জন্য ১০,৩৯১ ডলার করে। সর্বোচ্চ চাঁদা দানকারী যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ধার্য হয় ৩০ কোটি ৪৩ লাখ ৯৫ হাজার ৫৫৫ ডলার।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেটে ১০টি প্রধান চাঁদা দানকারী সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদা নিরূপনঃ-

	চাঁদা ধার্যকরণের হার		
	(শতকরা % হার)		(কোটি ডলারে)
যুক্তরাষ্ট্র	২৫.০০	....	৩০.৪৪
জাপান	১৯.৯৮	....	২০.৭৬
জার্মানি	৯.০৮	....	১০.১৯
ফ্রান্স	৬.৫৪	....	৬.৭৯
ইটালী	৫.৪৩	....	৫.৬৪
যুক্তরাজ্য	৫.০৯	....	৫.২৯
কানাডা	২.৭৫	....	২.৮৬
স্পেইন	২.৫৮	....	২.৬৯
নেদারল্যাণ্ড	১.৬৩	....	১.৬৯
রুশ ফেডারেশন	১.৪৮	....	১.৫৪

ধার্যকৃত চাঁদার মধ্যে কি বৈষম্য রয়েছে?

যেহেতু জাতীয় আয়ের উপর ভিত্তি করে চাঁদা নিরূপিত হয়, তাই ধনী দেশগুলো বেশি এবং দরিদ্র দেশগুলো কম চাঁদা দেয়। ১৯৭৪ সালে সাধারণ পরিষদ যে কোনো দেশের চাঁদার জন্য সর্বোচ্চ ২৫% হার ধার্য করে। এখন পর্যন্ত এই হারে ধার্যকৃত চাঁদা যুক্তরাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রকৃতপক্ষে ২৯% ভাগেরও বেশি চাঁদা দাবি করা হয়। এই তারতম্যের কারণে অন্যান্য দেশের চাঁদার হার বৃদ্ধি করা হয়। দ্বিতীয় বৃহত্তম চাঁদা ধার্য করা হয়েছে জাপানের জন্য। ১৯৯৯ সালে জাপান জাতিসংঘের মোট চাঁদার ১৯.৯% শতাংশ প্রদান করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ১৫ জাতি গ্রুপকে দিতে হয় জাতিসংঘ বাজেটের ৩৬% ভাগ।

প্রতি তিন বছর পর পর চাঁদার হার পুনর্বিবেচনা করা হয়। অতি সাম্প্রতিক জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান নিয়ে নতুন করে চাঁদা আরোপিত হয়, যাতে চাঁদা ধার্যকরণ নিরপেক্ষ এবং নির্ভুল ভাবে সম্পাদন করা যায়।

শিল্পোন্নত দেশগুলো কি খুব বেশি চাঁদা দিচ্ছে?

যখন জাতিসংঘের চাঁদা প্রদানকারী রাষ্ট্রগুলোকে তাদের চাঁদার পরিমাণ অনুসারে ক্রমতালিকাভুক্ত করা হবে, তখন দেখা যাবে যে, মাত্র কয়েকটি দেশকে সংস্থার ব্যয়ের বড় অংশটি বহন করতে হয় (উপরের বক্স দেখুন)।কিন্তু অন্যভাবে দেখলে একটি ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। আমরা যদি কোনো দেশের জাতিসংঘের জন্য প্রদত্ত চাঁদার মাথা পিছু অবদান নিরূপণ করতে চাই তাহলে দেখা যাবে দু'টি ছোট দেশ এবং চারটি

নর্ডিক দেশের মানুষের মাথাপিছু জাতিসংঘের চাঁদার হার সর্বাধিক (নীচের বক্স দ্রষ্টব্য)।

জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেটে (১৯৯৮) সর্বোচ্চ ১০টি দেশের মাথাপিছু চাঁদার পরিমাণ

লীচেন স্টেন	১.৭৭ ডলার
লুক্সেমবুর্গ	১.৭৬ ”
জাপান	১.৫২ ”
নরওয়ে	১.৪৮ ”
ডেনমার্ক	১.৩৯ ”
সুইডেন	১.৩৩ ”
আইসল্যাণ্ড	১.২৮ ”
জার্মানি	১.২৬ ”
অষ্ট্রিয়া	১.২৫ ”
ফ্রান্স	১.১৯ ”

জাতিসংঘ ব্যবস্থার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলো যে চাঁদা দেয়, তার একটা বড় অংশ আবার তারা ফিরে পায় জাতিসংঘ কর্তৃক তাদের দেশ থেকে বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের মাধ্যমে এবং তাদের দেশের কর্মীদের বেতন ও নির্বাহী ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে। জাতিসংঘের বেশির ভাগ কারিগরি উপদেষ্টাই শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আগত। জাতিসংঘ যে সব ঠিকাকাজের চুক্তি করে ও সরঞ্জাম ক্রয় করে তারও অধিকাংশ পায় শিল্পোন্নত দেশগুলো। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ ব্যবস্থাধীন সংস্থাগুলো তাদের ৫৭% ভাগ মালামাল শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে সংগ্রহ করে। পণ্য ও সেবা মিলিয়ে যার অর্থমূল্য দাঁড়াবে ১ হাজার ৬শত কোটি টাকা।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক সংকটে পড়লো কেন?

প্রধান ১০টি দেশের কাছে জাতিসংঘের পাওনা চাঁদা* (৩১শে ডিসেম্বর '১৯৯৮ পর্যন্ত)

	(কোটি)
যুক্তরাষ্ট্র	১২৯.৪২
ইউক্রেইন	২১.৮১
রুশ ফেডারেশন	১৩.৩২
জাপান	৯.৮৪
বেলারুশ	৫.৫৩
ব্রাজিল	৪.৬৭
যুগোশ্লাভিয়া	১.৫১
ইরাক	১.২৫
ইরান	১.১৩
আর্জেন্টিনা	১.০১

*জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ও রুয়াণ্ডার যুদ্ধ অপরাধ বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বকেয়া চাঁদা প্রভৃতিসহ।
১৯৯৮ 'এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের মোট বকেয়া চাঁদার পরিমাণ ২ হাজার কোটি ডলার যার মধ্যে ৪১ কোটি ৭০ লাখ ডলার নিয়মিত বাজেটের। ১৮৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৬৮টি দেশ (৩৬%) তাদের নিয়মিত চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেনি।

সমঝোতা করার পরও সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘ কর্মসূচি নির্বাহের জন্য তাদের উপর ধার্যকৃত চাঁদা বা প্রদেয় আর্থিক সহযোগিতা না দেওয়ার কারণে জাতিসংঘকে আজ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে। বাজেট জটিলতা কিংবা নিতান্ত দারিদ্র্যের কারণে অনেক দেশ সময় মত জাতিসংঘের চাঁদা পরিশোধ করতে পারে না। অনেক দেশ আবার রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসাবেও জাতিসংঘের চাঁদা আটকে রাখে। এরকম পরিস্থিতিতে কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানও চলতে পারেনা, বিশেষ করে সদস্য দেশগুলো যখন তাদের চাঁদা না দিয়ে জাতিসংঘের কাছে অনেক কিছু আশা করতে থাকে।

করে থাকেন। তারা মাইন পরিষ্কার কর্মসূচি, নির্বাচন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন করা, বেসামরিক পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষণের মত দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

জাতিসংঘ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সৈনিকরা সাধারণতঃ হালকা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করে থাকেন। আত্মরক্ষা কিংবা কোনো সশস্ত্র পক্ষ

বিশেষ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ত্রাণতৎপরতা বেসামরিক মানুষকে নব জীবন দান করে।

কর্তৃক তাদের কাজে বাধাদানের প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে সাধারণত তারা এ সব হালকা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। শান্তিরক্ষী সৈন্য কর্তৃক শক্তি প্রয়োগের নজির খুবই বিরল। তাছাড়া এদের পক্ষে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়াও যেমন কঠিন, তেমনি বিষয়টি বিতর্কিত। একজন শান্তিরক্ষী সৈনিকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো তার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং শান্তির প্রতি তার সুগভীর অঙ্গীকার।

প্রতিটি পরিস্থিতিতেই যে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে এমন কোনো কথা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সোমালিয়ায় জাতিসংঘের তৎপরতা সত্ত্বেও বিবদমান পক্ষগুলো যুদ্ধ থামায়নি। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সমাজ কর্তৃক গৃহীত অপর কোনো কার্যব্যবস্থার বিকল্প হিসাবেও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে গণ্য করার উপায় নেই। রুয়ান্ডার গণহত্যা কিংবা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধযজ্ঞ নিজের থেকে বন্ধ হয়নি। তবে দ্বন্দ্ব অবসানে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তিরক্ষী কার্যক্রম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে যদি কিনা পরিস্থিতি সেরকম উপযুক্ত হয়, ম্যান্ডেটটি হয় বাস্তবসম্মত, পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে এবং পক্ষগুলো জাতিসংঘের কার্যক্রমের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়ায়।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ

সন্ত্রাসবাদ হলো আর একটি সমস্যা, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই যাকে সামাল দেওয়া সম্ভব। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আইনগত এবং রাজনৈতিক দুই ধরণের পদক্ষেপই গ্রহণ করেছে।

- রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সাধারণ পরিষদ সর্ব প্রকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানিয়ে আসছে। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কনভেনশনে (The International Convention Against Terrorist Bombing) বলা হয়েছে যে, সন্ত্রাসী বোমা হামলাকারী হিসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিচার করবে কিংবা দেশান্তরী (extradite) করবে। ১৯৯৪ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূল সম্পর্কিত ঘোষণায় (The Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সদস্য রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং জাতীয় পর্যায়ে করণীয় কর্ম পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরা হয়।
- আইনগত পরিমন্ডলে জাতিসংঘ এবং এর অন্তর্গত সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমাঝোতার এক বিস্তারিত কর্মকাঠামো গড়ে তুলেছে, যাতে রয়েছে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিস্তৃত আইনগত ভিত্তি। এসব সমঝোতা বা চুক্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে ১৯৬৩ সালে গৃহীত বিমানে সংঘটিত অপরাধ বিষয়ক কনভেনশন (Conventions on Offences Committed on Aircraft) ১৯৭০সালে গৃহীত বিমান জব্দ করার কনভেনশন (Conventions on the Seizure of Aircraft), ১৯৭১ সালে গৃহীত বেসামরিক বিমান চলাচলে নিরাপত্তার প্রতি হুমকি জাতীয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কনভেনশন (Conventions on Acts Against the Safety of Civil Aviation), ১৯৭৩ সালে গৃহীত কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধ দমন বিষয়ক কনভেনশন (Conventions on Preventing and Punishing Crimes against Diplomats), ১৯৭৯ সালে গৃহীত পণবন্দীকরণ বিরোধী কনভেনশন (Conventions on Hostage taking), ১৯৭৯ সালে গৃহীত নাবিকদের নিরাপত্তা বিষয়ক কনভেনশন (Convention on Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988); ১৯৮৮ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে হামলা বিরোধী কনভেনশন (Conventions on Attacks at International Airports); ১৯৯১ সালে গৃহীত প্লাস্টিক বিস্ফোরক বিরোধী কনভেনশন (Conventions on Marking Plastic Explosives to Make them Detectable); এবং ১৯৯৭ সালে গৃহীত সন্ত্রাসী বোমা হামলা বিরোধী কনভেনশন (Conventions on Terrorist Bombings)।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানসমূহের নেতৃত্ব কে দেয়?

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় বিধায় এ কার্যক্রমের পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণ থাকে জাতিসংঘের হাতে। নিরাপত্তা-পরিষদের সম্মতিক্রমে মহাসচিব শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের একজন মিশন-প্রধান এবং একজন অধিনায়ক (Force Commander) কিংবা প্রধান সামরিক পরিদর্শক (Chief

Military Observer) নিয়োগ করে থাকেন। মিশন প্রধান রিপোর্ট করেন মহাসচিবের নিকট এবং মহাসচিব মহোদয় রিপোর্ট করেন নিরাপত্তা পরিষদের নিকট।

সরকারসমূহ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সামরিক ও বেসামরিক পুলিশ সদস্য মোতায়েন করে থাকেন। কোথায় কি ধরণের সৈন্য বা পুলিশ প্রেরিত হবে তা' নির্ভর করে বিবদমান অঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতির উপর। প্রতিটি সরকার তার বাহিনীর উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রাখেন। কোনো দেশের নিজস্ব জাতীয় বহরের নেতৃত্ব দেন সে দেশের নিজস্ব কমান্ডিং অফিসার। পোশাকধারী বাহিনীর সকল সদস্য তাদের জাতীয় পোশাক পরেন। জাতিসংঘের নীল হেলমেট এবং জাতিসংঘ 'ব্যাজ' দেখে তাদেরকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। জাতিসংঘের প্রতি তাদের কোনো প্রকার আনুগত্যের শপথ নিতে হয়না।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আজকের দিনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

সামরিক খাতে বিশ্ব বছরে যে পরিমান অর্থ ব্যয় করে –১৯৯৭ সালে যা ছিল ৭৪০ বিলিয়ন ডলার– তা দিয়ে জাতিসংঘ ব্যবস্থার ৫০ বছরের ব্যয় মেটানো সম্ভব।

১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ ১৬টি অভিযানে জাতিসংঘ প্রায় ১৪,৩৪৭ সৈন্য ও বেসামরিক পুলিশ সদস্য প্রেরণ করে। ১৯৯৩ সালে প্রেরিত ৮০,০০০ সদস্যের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক কম। ১৯৯৩ সালের ১৪টি অভিযানের মধ্যে শুধু ৩ টিতেই (কেম্বোডিয়া, সোমালিয়া ও সাবেক যুগোশ্লাভিয়া) মোতায়েন করা হয় ৬৩,০০০ নিয়মিত সৈন্য (মোট সদস্য সংখ্যার ৮০% ভাগ)।

সেই তুলনায় পরবর্তী বছরগুলোয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে (১৪ থেকে ১৭টির মধ্যে ওঠানামা করছে)। এর মধ্যে আবার কিছু সুদূরপ্রসারী বা দীর্ঘ মেয়াদি অভিযানও রয়েছে যেমন– সাইপ্রাস, জম্মু ও কাশ্মীরে। সংঘাত খুব একটা না বাধলেও এসব জায়গায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। ১৯৯৮ সালে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র এবং সিয়ারে লিওনে নতুন শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে স্বেচ্ছা প্রণোদিভাবে সৈন্য প্রেরণকারী দেশগুলোর সংখ্যাও অপরিবর্তিত থাকে (৭৫টি)। এ পর্যন্ত এ ধরণের অভিযানে সৈন্য প্রেরণকারী দেশের সংখ্যা ১১৮টি।

আজকের দিনে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংঘাত সংঘর্ষ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে নতুন বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীগণ শান্তি প্রক্রিয়া জোরদারকরণে এবং গৃহযুদ্ধ বা জাতিগত সংঘাতের ফলে সৃষ্ট দুঃখ দুর্দশা লাঘবে বেশি সচেষ্ট রয়েছেন। উপরন্তু, বিবাদ নিরসনে আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে কিছু কিছু জাতিসংঘ অভিযানকে ওইসব আঞ্চলিক সংগঠনের সাথে সমন্বিত করে তোলা হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের সাথে তাদের অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলোর সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে

বিভিন্ন জাতিসংঘ এজেন্সি এবং বেসরকারি সংগঠন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনপদের পুনর্গঠনে তাদের প্রচেষ্টায় সহায়তা দিয়ে চলেছেন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীগণ।

বিরোধ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি সহযোগিতামূলক প্রয়াসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিরোধ মীমাংসায় সহায়ক শক্তির প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে আরও সুযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কি করছে?

সদস্য রাষ্টবর্গ, আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ এবং জাতিসংঘ সচিবালয় সার্বিক প্রস্তুতি, তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা, আনুসঙ্গিক বস্তুগত সমর্থন এবং প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ ৮০টি সদস্য দেশ এ ব্যাপার জাতিসংঘের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার আগ্রহ ব্যক্ত করে। কোনো অভিযান শুরুর বেলায় কি ধরণের সম্পদ প্রয়োজন ৬১টি দেশ সে ব্যাপারে সম্পদের চাহিদা সনাক্ত করে এবং ২০টি দেশ জাতিসংঘের সাথে Standby Arragement-এর চুক্তি সম্পাদন করে। এই কর্মকাঠামোর আওতায় সদস্য রাষ্ট্রের একটি গ্রুপ একটি সদা প্রস্তুত বহর গঠন করে যাতে কোনো প্রয়োজনীয় সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে একটি শান্তিরক্ষা বাহিনী দ্রুত গঠন করে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ স্থানে প্রেরণ করা যায় (Standby Forces High Readiness Brigade)।

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে স্থাপিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Situation Centre) সকল শান্তিরক্ষা অভিযানের সাথে ২৪ ঘন্টা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ইটালীর ব্রিন্দ্রিসি'তে স্থাপিত জাতিসংঘ রসদ ভান্ডার পুনঃব্যবহারযোগ্য সম্পদের মান উন্নয়ন, সম্পদ সংগ্রহের ব্যয় সংকোচন এবং নতুন অভিযান দ্রুত শুরু করার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের আর্থিক দায়দেনা পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

জাতিসংঘ সনদ (অনুচ্ছেদ ১৯) অনুসারে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের কাছে যদি বিগত দুই বছরের চাঁদা পাওনা থাকে তাহলে সাধারণ পরিষদে ভোটাধিকার থেকে দেশটি বঞ্চিত হতে পারে। বেশ কয়েকটি দেশকে বিগত বছরগুলোতে এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করতে হয়েছে।

জাতিসংঘ কি এ পৃথিবীকে আরো বাসযোগ্য করে তুলেছে?

জাতিসংঘ পরিবারের কোনো কোনো সাফল্যের কথা সুবিদিত হলেও, বিশ্বের সর্বত্র মানুষের কল্যাণকর বহু কর্মসূচির সাফল্য সম্পর্কে একেবারে সুনিশ্চিত হওয়া যায়, যেমনঃ

- জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলো কোটি কোটি মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করেছে। জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বের শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি, ম্যালেরিয়ার মত জীবাণু সংক্রমিত ব্যাধি প্রতিরোধ, সুপেয় পানি সরবরাহ, ভোক্তা সাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রভৃতি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষের সুস্থতা ও গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থাগুলো বিশ্বের আড়াই কোটি শরণার্থী এবং বিতাড়িত, বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করছে।
- জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা প্রণয়ন করেছে। অধিকার এবং স্বাধীনতার এ এমন এক ঐতিহাসিক ঘোষণা যা কিনা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ৮০টিরও বেশি মানবাধিকার চুক্তি মানুষের বিশেষ বিশেষ অধিকারকে সুরক্ষা করছে এবং বিকশিত করছে।
- জাতিসংঘ এবং বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহ জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলো দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের গতিবৃদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। প্রতিবছর এই খাতে ব্যয় করা হচ্ছে ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি।
- ৭০টিরও বেশি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহায়তা বিধানের মাধ্যমে জাতিসংঘ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে সহায়তা করছে।
- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) হলো উন্নয়নের সর্ব বৃহৎ আন্তর্জাতিক মঞ্জুরি প্রদানকারী সংস্থা। এই কর্মসূচির বাৎসরিক বাজেট প্রায় এক হাজার কোটি ডলার। বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তাদানের মাধ্যমে ইউএনডিপি প্রায় নয় হাজার কোটি ডলার সমপরিমাণের বেসরকারি ও সরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

- যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য জরুরি ত্রাণ সহযোগিতা কর্মসূচিতে জাতিসংঘ যে সব আবেদন জানায়, তাতে সাড়া দিয়ে সমব্যথী বিশ্ববাসী বছরে এক হাজার কোটি ডলারেরও বেশি সম্পদ সংগ্রহ করে থাকে।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাদ্য সাহায্য দানকারী সংস্থা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Programme) একাই প্রতি বছর বিশ্বের মোট খাদ্য সহায়তার এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে থাকে।
- জাতিসংঘ হচ্ছে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন ও গণজাগরণের প্রবক্তা, যার ফলে ৮০টিরও বেশি দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের ফলে বিশ্ব থেকে গুটি বসন্ত রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। সংস্থার অপর এক অভিযানের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পলিওমেলিটিস্ (Polismegelitis) রোগ নির্মূল করা হয়েছে – যা কিনা ২০০০ সাল নাগাদ বিশ্ব থেকে এই বালাই নির্মূল করার লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ।
- জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) শিশুদের প্রাণঘাতী ছয়টি রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, যার ফলে বছরে ২০ লাখেরও বেশি শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

জাতিসংঘের কাজে আমি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি?

জাতিসংঘ সম্পর্কে আমি আরো কিছু তথ্য কিভাবে জানতে পারি?

আপনি এ ব্যাপারে আপনার দেশে বা ওই অঞ্চলের জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা জাতিসংঘ সদর দফতরে সংস্থার পাবলিক এনকয়ারিজ ইউনিটেও যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা ঃ (Public Inquiries Unit, United Nations, Room GA-58, New York, NY 10017, USA. Fax (212) 9630071; e-mail: inquiries@un.org)।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো বিভিন্ন দেশে কর্মরত জাতিসংঘ সমিতি (UNAs)। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কি করতে পারে বা কি ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে তারা জনগণকে অবহিত করেন।

ইন্টারনেট যোগেও আপনি পেতে পারেন জাতিসংঘ সম্পর্কিত দৈনিক আপডেটকৃত বিভিন্ন তথ্য (UN Home Page - www.un.org)। এখানে আপনার জন্য থাকবে জাতিসংঘ ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যাদি, অতি সাম্প্রতিকতম জাতিসংঘ সংবাদ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, দৈনন্দিনের ঘটনাবলীর সার সংক্ষেপ, জাতিসংঘ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং জাতিসংঘ সদর দফতরে ইলেকট্রনিক ভ্রমণ। এই একই

ওয়েব-সাইট যোগে আপনি জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের কিংবা জেনেভাস্থ জাতিসংঘ দফতরের খোঁজ খবরও নিতে পারেন (www.unog.ch.)। ছাত্র এবং শিক্ষকগণ জাতিসংঘ সাইবারস্কুল বাস (CyberSchoolBus)- browse করতে পারেন (www.org/Pubs/CyberSchoolBus)। বলতে গেলে সব কয়টি জাতিসংঘ সংস্থাকেই ওয়েবে পাওয়া যাবে।

জাতিসংঘ সম্পর্কিত বহু প্রকাশনা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। এগুলোতে থাকে খবর, বিভিন্ন তথ্য এবং বিশ্বের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য-উপাত্ত (data)। জাতিসংঘ সম্পর্কিত বইপত্র কিংবা অন্যান্য প্রকাশনার জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

- UN Publications
  Room DC-2-0853
  New York, NY 10017, USA
  Tel: (800)253-9646
  Fax (212) 963-3489

- UN Publications
  Palais des Nations,
  CH-1211
  Geneva 10, SWITZERLAND
  Tel : (4122)917-2614
  Fax: (4122)917-0027
  (ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের জন্য); কিংবা

- www.org/Pubs এর মাধ্যমে।

জাতিসংঘের কাজে আমি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি?

জাতিসংঘকে সহযোগিতা করার উৎকৃষ্ট উপায় হলো জাতিসংঘ কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা করা। ৮০টি দেশে কর্মরত জাতিসংঘ সমিতিসমূহও এ ব্যাপারে সহযোগিতার যথাযোগ্য ফোরাম। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) 'এর বিভিন্ন দেশে জাতীয় কমিটি রয়েছে যারা ইউনিসেফ'এর বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে এবং সেগুলোর সুষ্ঠ বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে। ৫ হাজার UNESCO ক্লাব, সেন্টার এবং সমিতি ১২০টি দেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষ্টি এবং জনসংযোগের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে যোগাযোগের প্রধান সূত্র হলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (UNIC) এবং তথ্য সার্ভিস সমূহ।

আপনার যদি কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রকৌশল শাস্ত্রে দক্ষতা থাকে এবং কাজ করার অঙ্গীকার থাকে তাহলে কোনো উন্নয়নশীল

দেশে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োগ করার জন্য রয়েছে জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি। (যোগাযোগের ঠিকানাঃ UN Volunteers, P.O. Box 260111, D-53153, Bonn, Germany)। যারা নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন এবং বিদেশ থেকে জাতিসংঘ সদর দফতরে আগত অতিথিদের সহায়তা দিতে চান তারা স্টাফ এ্যাকটিভিটি ইউনিটে (Staff Activity Unit'এ) স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্বের ছাত্রছাত্রীরা এ ধরণের ইন্টার্নিশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এসব বিষয়ে অনেক ও বিচিত্র ধরণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করা। সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ বিশ্বের জনগণের উপর নির্ভরশীল। আপনার সহযোগিতা জাতিসংঘের প্রয়োজন।

প্রশ্নসূচি

অনুচ্ছেদ/১
জাতিসংঘ কি?

জাতিসংঘ কি? /২
জাতিসংঘের অন্যান্য বিশেষয়াতি সংস্থা / ২
জাতিসংঘ আমাদের কেন প্রয়োজন? / ৩
জাতিসংঘ কি একটি বিশ্ব সরকার? / ৪
জাতিসংঘের কাছে কি সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে হয়? / ৪
জাতিসংঘ কি বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্রীড়নক? / ৫
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কি করে? / ৫
উন্নয়নশীল দেশগুলো কি সাধারণ পরিষদকে প্রভাবিত করে? / ৫
জাতিসংঘে কি শুধু সরকারগুলোর কথাই শোনা হয়? / ৬
এনজিও প্রসঙ্গ / ৬
নিরাপত্তা পরিষদ কি করে? / ৭
নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার কি জরুরি? / ৭
জাতিসংঘ মহাসচিবের ভূমিকা / ৮
মহাসচিব কিভাবে নিযুক্ত হন? / ৯

অনুচ্ছেদ/২
জাতিসংঘে কারা কাজ করে?

জাতিসংঘে কারা কি কাজ করে? / ১০
জাতিসংঘ স্টাফ সদস্যদেরকে কিভাবে মনোনীত করা হয়? / ১০
জাতিসংঘে নিযুক্ত কূটনীতিবিদগণ কি সংস্থার নিজস্ব কর্মীবহরের সদস্য? / ১১
উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে আগত কর্মীরা কি জাতিসংঘ সচিবালয়ে সংখ্যাগুরু? / ১১
শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব কি সন্তোষজনক? / ১১
মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কেমন? / ১১
জাতিসংঘের কর্মী সংখ্যা কি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি? / ১২
জাতিসংঘের কর্মীরা যখন আক্রমণের শিকার / ১২
জাতিসংঘ কর্মীদের বেতন ভাতা কি অনেক বেশি? / ১৩
জাতিসংঘের কর্মীরা কি খুব বেশি সুযোগ-সুবিধা পান? / ১৩

অনুচ্ছেদ/৩
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ কি করে?

উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘ কি ভূমিকা
পালন করে থাকে? / ১৫
জাতিসংঘ এমন কি করে যা' অন্যেরা পারেনা? / ১৬
পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ কি করছে? / ১৬
জাতিসংঘ কিভাবে 'এইডস্' ব্যধি প্রতিরোধ করছে? / ১৮
গর্ভপাতের জন্য কি জাতিসংঘ অর্থ যোগায়? / ১৮
অবৈধ মাদক পাচার রোধে জাতিসংঘ কি করছে? / ১৯
জাতিসংঘ কিভাবে জরুরি ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করে? / ১৯

অনুচ্ছেদ/৪
মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ কি করে?

মানবাধিকারের জন্য জাতিসংঘ কি করে? / ২১
জাতিসংঘ কিভাবে মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখেছে? / ২২
বিপন্ন সামাজিক গ্রুপগুলোকে জাতিসংঘ
কিভাবে রক্ষা করে? / ২৩
নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে
জাতিসংঘ কি ভূমিকা পালন করছে? / ২৪
জাতিসংঘ কিভাবে গণতন্ত্রয়ানে সহায়তা করে? / ২৫
একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কেন প্রয়োজন? / ২৬

অনুচ্ছেদ/৫
শান্তি প্রসারে জাতিসংঘ কি করে?

শান্তির জন্য জাতিসংঘ কিভাবে কাজ করে? / ২৭
অস্ত্রের বিস্তার রোধে জাতিসংঘ কি করছে? / ২৭
স্থল মাইন নির্মূলে জাতিসংঘ কি করছে? / ২৮
জাতিসংঘ কেন শান্তি চাপিয়ে দিতে পারে না? / ২৯
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম কি? / ৩০
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ / ৩২
জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানসমূহের নেতৃত্ব কে দেয়? / ৩২
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আজকের দিনে
কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? / ৩৩
শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে আরও সুযোগ্য করে তোলার
লক্ষ্যে জাতিসংঘ কি করছে? / ৩৪

অনুচ্ছেদ/৬
জাতিসংঘ কি একটি লাভজনক বিনিয়োগ?

জাতিসংঘ তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার
জন্য কি করছে? / ৩৫
জাতিসংঘের ব্যয় কত? / ৩৬
জাতিসংঘ ব্যবস্থার জন্য কত ব্যয় করতে হয়? / ৩৬
জাতিসংঘঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণ / ৩৭
অন্যান্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতিসংঘ
বাজেটের তুলনা কতখানি? / ৩৮
জাতিসংঘের বাজেট কিভাবে প্রণীত হয়? / ৩৮
জাতিসংঘের ব্যয় কি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে? / ৩৯
শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় কি অত্যধিক? / ৩৯
শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় কিভাবে যোগানো হয়? / ৩৯
জাতিসংঘের খরচপাতি কে পর্যবেক্ষণ করে? / ৪০
সদস্য চাঁদা কিভাবে ধার্য হয়? / ৪০
ধার্যকৃত চাঁদার মধ্যে কি বৈষম্য রয়েছে? / ৪১
শিল্পোন্নত দেশগুলো কি খুব বেশি চাঁদা দিচ্ছে? / ৪১
জাতিসংঘ অর্থনৈতিক সংকটে পড়লো কেন?/ ৪২
সদস্য রাষ্টগুলোকে তাদের আর্থিক দায়দেনা পরিশোধে উদ্বুদ্ধ
করতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? / ৪৩
জাতিসংঘ কি এ প্রথিবীকে আরও বাসযোগ্য
করে তুলছে? / ৪৩

অনুচ্ছেদ/৭
জাতিসংঘের কাজে আমি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি?

জাতিসংঘ সম্পর্কে আমি আরো কিছু তথ্য
কিভাবে জানতে পারি? / ৪৫
জাতিসংঘের কাজে আমি কিভাবে
সহযোগিতা করতে পারি? / ৪৬